# প্যারি কমিউন

## ১৫০ বছরে ফিরে দেখা

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

**প্যারি কমিউন ঃ ১৫০ বছরে ফিরে দেখা**

**প্রথম সংস্করণ ঃ** ১ অক্টোবর, ২০২১

**প্রকাশক ঃ** গণদাবী পত্রিকা
৪৮ লেনিন সরণি
কলকাতা ৭০০০১৩
ganadabi@gmail.com

**মুদ্রক ঃ** গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০১৩

**মূল্য ঃ ১৫ টাকা**

# প্রকাশকের কথা

'মেহনতি জনগণের প্যারি কমিউন সর্বকালের এক নতুন সমাজের গৌরবোজ্জ্বল অগ্রদূত হিসাবে উদযাপিত হবে। কমিউনের শহিদদের মেহনতি জনগণ তাদের মহান হৃদয়ে সযত্নে স্থান দিয়েছে। ইতিহাস ইতিমধ্যেই কমিউন ধ্বংসকারীদের শূলদণ্ডে বিদ্ধ করেছে। ধর্মযাজকদের হাজার প্রার্থনাও সেই শূলযন্ত্রণা উপশমে বিন্দুমাত্র সাহায্য করতে পারবে না।'

—কার্ল মার্ক্স

'শুরুতেই কমিউন একটা কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। তা হল, শ্রমিক শ্রেণি ক্ষমতা দখল করে পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্র দিয়ে কাজ চালাতে পারবে না। সবেমাত্র অর্জিত প্রাধান্য যদি না হারাতে হয়, তবে শ্রমিক শ্রেণিকে তার বিরুদ্ধে পূর্বে ব্যবহৃত সমস্ত দমন যন্ত্রকে ধ্বংস করতে হবে, অন্য দিকে তার নিজের ডেপুটিদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। এ কথা ঘোষণা করতে হবে,— তাদের যে কোনও মুহূর্তে ফিরিয়ে আনা (রিকল) হতে পারে। এর অন্যথা হতে পারে না।'

—ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস

আজ থেকে দেড়শো বছর আগে ১৮৭১ সাল প্যারি কমিউনের ঐতিহাসিক সংগ্রামে উত্তাল হয়ে উঠেছিল ফ্রান্স সহ গোটা ইউরোপ। বুর্জোয়া শাসকদের ক্ষমতাচ্যুত করে ১৮ মার্চ বিপ্লবী কেন্দ্রীয় কমিটি প্যারিসের ক্ষমতা দখল করে শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্র কমিউন প্রতিষ্ঠা করেছিল। কমিউন গুণগতভাবে ছিল বুর্জোয়া রাষ্ট্রের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রথমেই কমিউন আমলাতন্ত্রকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে। ভাড়াটে সেনাবাহিনী ভেঙে দিয়ে জনতার হাতে অস্ত্র তুলে দেয়। কর্মচারী অফিসারদের বেতনের ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া হয়, যা একজন দক্ষ কর্মচারীর মোটামুটি সমান। আট ঘণ্টা শ্রমসময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। শ্রমিকদের উপর জরিমানা ধার্য করা, রুটির কারখানায় রাতের শিফটে কাজ নিষিদ্ধ করা হয়। শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে শ্রম কমিশন গঠিত হয়। যে সব মালিক এতদিন শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে আসছিল, তাদের সম্পত্তিচ্যুত করার আদেশ দেওয়া হয়। বেকার শ্রমিকদের কাজ ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি

দেওয়া হয়। অফিসার, সেনা-অফিসার, বিচারপতি সকলকে নির্বাচিত হওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করা হয়। চার্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। শিক্ষা হয় অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। এই প্রথম কমিউন রাজত্বে শ্রমিকরা মুক্তির স্বাদ পায়।

নানা কারণে কমিউনকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। দু'মাস দশদিন পর ২৮ মে বুর্জোয়া সরকার অপরিসীম বর্বরতায় নির্বিচার হত্যাকাণ্ড চালিয়ে শ্রমিক অভ্যুত্থানকে পর্যুদস্ত করে। ফরাসি শাসক বুর্জোয়া শ্রেণি সেদিন এই অভ্যুত্থান দমন করতে রক্তের স্রোত বইয়ে দিয়েছিল। সরকারি মতেই কমপক্ষে ৬ হাজার শ্রমিককে হত্যা করা হয়েছিল। নিরপেক্ষ ইতিহাসবিদদের মতে নিহতের সংখ্যা আরও কয়েক গুণ বেশি। বিচারের নামে প্রহসন ঘটিয়ে জুন, জুলাই, আগস্ট মাসে হাজার হাজার কমিউনার্ডকে হত্যা করে বুর্জোয়ারা বিপ্লব দমন করে। ১৮ মার্চ থেকে ২৮ মে এই স্বল্পস্থায়ী ক্ষমতা দখলের মধ্য দিয়ে শ্রমিক শ্রেণি অর্জন করেছিল বিপুল অভিজ্ঞতার সম্ভার। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের দিশারি মহান কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস এই আপাত ব্যর্থ অভ্যুত্থানের থেকে প্রাপ্ত শ্রমিক শ্রেণির প্রয়োজনীয় শিক্ষাকে তুলে ধরেছিলেন অসাধারণ প্রজ্ঞায়। এই লড়াইকে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করে তাঁদের চিন্তাধারাকে করেছিলেন আরও ক্ষুরধার। শ্রমিক বিপ্লবের প্রচলিত ভ্রান্ত তত্ত্বগুলিকে আদর্শগত সংগ্রামে পরাস্ত করে প্যারি কমিউনের লড়াই মার্কসবাদের অভ্রান্ত সত্যতাকে প্রতিষ্ঠা করে। কমিউনার্ডদের অসীম বীরত্ব ও প্রাণপণ লড়াই সত্ত্বেও কমিউনের পতন দেখায়, শ্রমিকবিপ্লবের জন্য সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব ও সঠিক বিপ্লবী দলের নেতৃত্ব অবশ্য প্রয়োজন। সেই প্যারি কমিউনের ১৫০ বছর পূর্ণ হল ২০২১ সালের ২৮ মে। যারাই সমাজবদল করতে চায় ও সমাজবদলের স্বপ্ন দেখে সকলেরই প্যারি কমিউনের ইতিহাস জানা অবশ্য কর্তব্য। সেই লক্ষ্যে গণদাবীর ৭৩ বর্ষ ৩৫ সংখ্যা থেকে ৭৪ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা পর্যন্ত মোট ৮টি সংখ্যায় প্যারি কমিউন সংক্রান্ত একটি ধারাবাহিক একটি লেখা প্রকাশিত হয়। লেখাটি সম্পাদিত করে এখন আমরা পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করলাম।

১ অক্টোবর, ২০২১
৪৮ লেনিন সরণি
কলকাতা ৭০০০১৩

সম্পাদক
গণদাবী পত্রিকা

# প্যারি কমিউন

## ১৫০ বছরে ফিরে দেখা

৮ই আগস্ট, ১৮৭১। প্যারি শহরের একটি বিরাট হলে শুরু হয় এক ঐতিহাসিক বিচার। আসামী কমিউনবিরোধী শক্তির হাতে সংগ্রামে পরাস্ত কয়েকজন বন্দি, বিচারক কমিউনবিরোধী সরকারের কমিশনার্স অব পারডন।

তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের উত্তরে অন্যতম আসামী চর্মশ্রমিক ত্রিঙ্ক ঘোষণা করেন ঃ "আমার সহকর্মীরা আমাকে কমিউনের সদস্য নির্বাচিত করেছিল। কমিউনকে রক্ষা করার জন্য আমি ব্যারিকেডে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছি। আমি সেখানে লড়তে লড়তে মারা যাইনি বলে আজ দুঃখ অনুভব করছি। আমি একজন বিপ্লবী, জনসমক্ষে এটা ঘোষণা করতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই।" যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন তিনি।

বিচারের অন্যতম আসামী ফিয়েরে অভিযোগের উত্তরে লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনালেন। ফিয়েরের জ্বালাময়ী সত্যভাষণে চেয়ারম্যান ক্রমশই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। ফিয়েরে কমিউনের সদস্য হিসেবে তাঁর কৃতকর্মের জন্য গৌরব প্রকাশ করেন। বক্তব্যের শেষাংশে তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বলেন ঃ "বিজয়ীদের হাতে আমি বন্দি। তারা আমার মুণ্ডু চায়। মাথা তারা কেটে নিক। প্রাণ বাঁচানোর জন্য আমি কাপুরুষতার পরিচয় দেব না। স্বাধীন মানুষের মতো আমি বেঁচেছি। তার চেয়ে নিচুস্তরে নেমে আমি মরতে পারব না। একটা কথাই আমার বলার আছে, তা হল, কেউ জানে না ভবিষ্যতে কী ঘটবে। আমার স্মৃতি এবং আমার অন্তরের পবিত্র বিদ্বেষের মর্যাদা রক্ষার ভার আমি ভবিষ্যতের ওপরেই ছেড়ে দিচ্ছি।" ফিয়েরের শিরশ্ছেদ করতে ওরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি।

অপর একটি বিচার সভা। অভিযুক্ত শিক্ষিকা লুই মিশেল। রাষ্ট্রের অভিযোগের উত্তরে তাঁর শাণিত কণ্ঠে ঘোষিত হয় ঃ

"সমাজবিপ্লবের জন্য আমি নিবেদিতপ্রাণ। আমি যা করেছি তার দায়িত্ব আমার। আপনারা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন যে, আমি সামরিক জেনারেলদের হত্যা করেছি। এর উত্তরে আমি বলব, হ্যাঁ। সরকারি কমিশন ঠিকই বলেছে। যারই হৃদয় স্বাধীনতার আকুতিতে স্পন্দিত, তারই অধিকার আছে

সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার। সে ক্ষেত্রে আমার অধিকারটুকুই আমি দাবি করেছি। আপনাদের বিচারে মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পেলে, আমি প্রতিশোধের দাবি তুলবই। কমিশন অব পারডন বিচারের নামে আমার যে সংগ্রামী ভাইদের প্রতিহিংসাবশত হত্যা করেছে, আমি তার নিন্দা করব। আপনারা যদি ভয় না পেয়ে থাকেন, তবে আমাকে হত্যা করুন।'' মিশেলকে অবশ্য ওরা হত্যা করেনি। তবে বহু অভিযুক্ত আসামীর সঙ্গে নিউ ক্যালেডোনিয়াতে নির্বাসনে পাঠিয়ে ধীরে ধীরে তাঁকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে।

ন্যায় ও সাম্যের জন্য যারা লড়ছে, তাদের আসামী সাজিয়েছে যে বিচারালয় তার বিচারকে প্রহসন বলাই যুক্তিযুক্ত। প্রতিক্রিয়াশীল ভার্সাই সরকারের উদ্যোগে এই প্রহসন অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্যারি কমিউনের সদস্যদের বিচারের জন্য। এই প্রহসনে কমিউনের বীর নেতৃত্বের কয়েকজনের উপরোক্ত জবানবন্দি সর্বকালের সংগ্রামী মানুষের পাথেয় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

সমগ্র বিশ্বের জনগণের মুক্তি সংগ্রামের মূর্ত প্রতীক এই প্যারি কমিউন। যথার্থ শ্রমিক-মেহনতি মানুষের রাষ্ট্র হিসাবে টিকে থাকতে না পারলেও প্যারি কমিউন সংগ্রামী মেহনতি মানুষের মনে বিপুল আশা সৃষ্টি করেছিল। যুগ যুগ ধরে শোষিত নিপীড়িত মানুষ যে জগতে পৌঁছনোর জন্য শুধু স্বপ্নই দেখেছিল, যে জগত ছিল শুধু তার কল্পনার মধ্যেই, ১৮৭১-এ ৭২ দিনের জন্য প্যারিসের শ্রমিক শ্রেণি সেই জগতটাকে বাস্তব করে তুলেছিল। আজ বিশ্বজুড়ে যে 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক সংগীত' গাওয়া হয় তা-ও প্যারি কমিউনের লড়াকু শ্রমিকের লেখা। কমিউনার্ডরা এই গান গাইতে গাইতে সেদিন বধ্যভূমিতে প্রাণ দিতে গিয়েছিল।

কমিউন ধ্বংস হয়েছে বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হাতে, কিন্তু তার সংগ্রাম ব্যর্থ হয়নি। সমাজবিপ্লবের শিক্ষায় সে মেহনতি মানুষকে শিক্ষিত করে তুলেছে। পরবর্তীকালের সফল শ্রমিক বিপ্লবে প্যারি কমিউনের অবদান বিরাট। তা বিশ্বজুড়ে শ্রমিক বিপ্লবকে এক উচ্চপর্যায়ে উন্নীত করেছিল। শ্রমিক শ্রেণির সামনে সম্পূর্ণ নতুন এক অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছিল। শ্রমিক শ্রেণির এই বৈপ্লবিক সংগ্রামকে কার্ল মার্ক্স শত শত কর্মসূচি ও আলোচনা অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এক কার্যকর পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি প্যারি কমিউনকে কমিউনার্ডদের 'স্বর্গ অধিকারের অসমসাহসিক অভিযান' বলে বর্ণনা করেছেন। লেনিন বলেছেন, সামাজিক বিপ্লবের প্রেরণা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবে শ্রমজীবী মানুষের পরিপূর্ণ বন্ধনমুক্তির প্রেরণাই কমিউনের সকল শক্তির উৎস। এই চেতনার দিক থেকে দেখলে কমিউনের মৃত্যু নেই।

## পটভূমি

প্যারি কমিউনের আলোচনা প্রসঙ্গে ফরাসি দেশের সমকালীন জটিল অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিবেশের কিছুটা আলোচনা হওয়া দরকার। মার্কস বস্তুত সেই সময়ের ঘটনাবলির প্রায় দিনলিপি ধরে ধরে আলোচনা করেছেন। সেই আলোচনা থেকে তিনি প্রমাণ করেছেন, শ্রেণিসংগ্রামের যে তত্ত্বের কথা তিনি বলেছেন সেটা সত্য। ইতিহাস যে নিছক ব্যক্তির দ্বারা রচিত হয় না, প্রকৃতি-বিজ্ঞানের মতো ইতিহাসও যে নৈর্ব্যক্তিক নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং সেই নিয়ম হল, অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠা শ্রেণিসংগ্রামের নিয়ম— এটা তিনি শুধু কথায় বলেননি, বিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রমাণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, শ্রেণিসংগ্রামই ইতিহাসের চালিকা শক্তি। সভ্যতার বিকাশের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যায় মার্কসের বহু অবদানের মধ্যে এই চিন্তাটি অন্যতম।

সেদিন পৃথিবীর মধ্যে যে দেশ বিপ্লবের টানাপোড়েনে সবচেয়ে আন্দোলিত হচ্ছিল, সে হল ফরাসি দেশ। ফরাসি বুর্জোয়ারা বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটানোর সাথে সামন্ততন্ত্রের সকল অবশেষকে এক ধাক্কায় খতম করতে পারেনি, সকল বুর্জোয়া গোষ্ঠীকে তখনও শ্রমিক শ্রেণির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেনি, নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্বও মেটাতে পারেনি। বার বারই বুর্জোয়া গোষ্ঠীগুলি নিজেদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বে শ্রমিক শ্রেণির সাহায্য নিয়েছে। শ্রমিক শ্রেণিও সেই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজেদের সংহত করেছে। নিজেদের দাবিগুলি তুলে ধরেছে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। সংগ্রামের এই টানাপোড়েনের মধ্যে নানা ধরনের শ্রমিক সংগ্রামের তত্ত্ব এসেছে, তাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়তে লড়তেই ব্ল্যাঙ্কি, প্রুঁধোর ভ্রান্ত তত্ত্বের বিরুদ্ধে মার্কসবাদীরা আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়েছে।

১৭৮৯ সালে বাস্তিল দুর্গ আক্রমণের মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক ফরাসি বিপ্লবের সূচনা ঘটে। বিপ্লবের আদর্শগত নেতৃত্ব ছিল বুর্জোয়াদের হাতে কিন্তু সেই আদর্শের বাস্তবায়নে বাহুবল জুগিয়েছিল শ্রমিক শ্রেণি। নিপীড়িত নারীরা এই সংগ্রামে অনন্য ভূমিকা পালন করেছিল। বিপ্লবের প্রয়োজনেই বুর্জোয়ারা জনতার হাতে অস্ত্র তুলে দিতে বাধ্য হয়েছিল। ফলে, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে জনতা সশস্ত্রভাবে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতার অধিকারী ছিল। বুর্জোয়াদের পক্ষে এটা ছিল বিপজ্জনক। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর বুর্জোয়ারা বিপ্লবের পথে এগোতে রাজি ছিল না। নতুন ব্যবস্থায় বিত্তবানদেরই ছিল আধিপত্য— আর এগোলে এই

আধিপত্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বুর্জোয়াদের অন্যতম নেতা বারনাভ ১৭৯১তেই হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, "আমরা কি বিপ্লব সাঙ্গ করব, না আবার বিপ্লব আরম্ভ করব? স্বাধীনতার পথে আর এক পা এগোলে রাজতন্ত্রের বিনাশ হবে। সাম্যের পথে আর এক পা গেলে সম্পত্তির বিলুপ্তি ঘটবে।" অথচ সশস্ত্র জনতা, যার মধ্যে মেহনতি মানুষই বেশি, তারা চাইছিল বিপ্লবকে ক্রমাগত এগিয়ে নিয়ে যেতে। যারাই পিছতে চাইছিল তাদেরই পতন ঘটছিল। এই ধারাতেই বিপ্লবের নেতা দাঁতো ও মারা-র মৃত্যু ঘটে। আসলে বুর্জোয়ারা তখনও রাষ্ট্রকে সংহত করতে পারেনি।

## প্রথম প্রজাতন্ত্রের পতন, নেপোলিয়নের ক্ষমতা দখল

এরপর ১৮০০ সালে আততায়ীর মতো ইতিহাসের মঞ্চে আবির্ভূত হন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। অতর্কিতে আঘাত হানেন বিপ্লবের মর্মমূলে। জবরদস্তি ক্ষমতা দখলের মধ্য দিয়ে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট কায়েম করেন বুর্জোয়া স্বৈরাচারী (ডেসপটিজম) রাজতন্ত্র। তাঁর 'কোড নেপোলিয়নে' প্রজাতন্ত্রের কিছু দাবি মানা হলেও মৃত্যু হয় প্রথম ফরাসি প্রজাতন্ত্রের। ১৮১৫ তে ওয়াটার্লুর যুদ্ধে নেপোলিয়নের পতন ঘটার পর ফ্রান্সে পুরাতন সামন্তী ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্র শুরু হয়। ক্ষমতায় বসানো হয় পুরনো বুরবোঁ রাজবংশের অষ্টাদশ লুইকে। তাঁর মৃত্যুর পর ক্ষমতায় বসেন তাঁর ভাই দশম চার্লস। কিন্তু ইতিহাসের গতিকে সাময়িকভাবে মন্থর করা গেলেও তার গতিমুখকে পিছনের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। বাতিল সমাজব্যবস্থাকেও আর ফিরিয়ে আনা যায় না।

রাজতন্ত্র ও পুরাতনতন্ত্রের উগ্র সমর্থক দশম চার্লস ক্ষমতায় বসে আইনসভা ভেঙে দিয়ে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে, ভোটাধিকার আরও সঙ্কুচিত করে ফ্রান্সে স্বৈরশাসন কায়েম করেন। ধর্ম ও শিক্ষাক্ষেত্রে যাজকদের এবং অভিজাতদের যে ক্ষমতা ও সম্পত্তি বিপ্লব পরবর্তী শাসনে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল তিনি তা আবার ফিরিয়ে আনেন। চার্লস ১৭৮৯ এর আগেকার বুরবোঁ রাজতন্ত্রের শাসন পদ্ধতি ফিরিয়ে আনতে চান। ফলে ১৮৩০ এর জুলাই মাসের গণঅভ্যুত্থানে আবার ফ্রান্সে ক্ষমতার বদল হয়। পরিবর্তন হয় রাজবংশের। টিকে যায় রাজতন্ত্র। বুরবোঁ রাজাদের পরিবর্তে তাঁদেরই আত্মীয় অর্লিয়ানিস্ট পরিবারের রাজা লুই ফিলিপ ক্ষমতায় বসেন। এই সরকার সম্পর্কে মার্কস বলেছেন, "লুই ফিলিপের রাজত্বে ফরাসি বুর্জোয়ারা শাসন চালায়নি। চালিয়েছিল তাদের একটি অংশ— ব্যাঙ্কের কর্তা, ফাটকাবাজারের রাজারাজড়া, রেলপথের রাঘববোয়াল, কয়লা আর লোহার খনি ও বনজঙ্গলের মালিক, আর তাদের সঙ্গে জড়িত

ভূস্বামীদের একটি অংশ, অর্থাৎ তথাকথিত ফিনান্স অভিজাতবর্গ।" এই সরকারে প্রকৃত শিল্প-বুর্জোয়ারা বিরোধী পক্ষ হিসাবেই থেকে যায়। সব স্তরের পেটিবুর্জোয়া এবং কৃষকরাও রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত থেকে যায়।

## গণঅসন্তোষ, প্রজাতন্ত্রের দাবি

লুই ফিলিপের রাজত্বে অসন্তুষ্ট শ্রমিক ও নিপীড়িত মানুষের বিক্ষোভ বাড়তে থাকে। ১৮৪৫ সালের পর থেকে এক অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক সংকটের আবর্তে পড়ে গোটা ফ্রান্স। আলুর মড়ক ও অজন্মা গোটা ফ্রান্স জুড়ে কৃষক ও জনসাধারণের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভের জন্ম দেয়। ইউরোপ, বিশেষত ইংল্যান্ডের শিল্পসঙ্কট মারাত্মক প্রভাব ফেলে ফ্রান্স জুড়ে। সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে ছোট পুঁজির মালিকেরা। বুর্জোয়াদের একটা বড় অংশও দেউলিয়া হয়ে যায়। কলকারখানা বন্ধ হতে থাকে। ফ্রান্স জুড়ে শুরু হয় শ্রমিক ধর্মঘট। ফরাসি সমাজের বৃহত্তম অংশের অনাস্থা ঘোষিত হয় লুই ফিলিপ সরকারের বিরুদ্ধে। শিল্পমালিক বুর্জোয়ারা লুই ফিলিপের সংসদে ছিল সংখ্যালঘু। এই পরিস্থিতিতে শাসনক্ষমতা বহির্ভূত এই বুর্জোয়া গোষ্ঠী ভোটাধিকার সম্প্রসারণের দাবি তোলে। ১৮৪৮ এর ফেব্রুয়ারি মাসে বুর্জোয়া শ্রেণির সংস্কারকামী আন্দোলন শ্রমিকদের ব্যাপক যোগদানের ফলে সর্বাত্মক বিপ্লবে পরিণত হয়। শ্রমিক শ্রেণির বৈপ্লবিক মেজাজ অনিচ্ছুক বুর্জোয়া শ্রেণিকে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য করে।

আগেকার বুর্জোয়া রাজতন্ত্রের পক্ষে প্রশাসন সহ সব ক্ষেত্রে সামন্ততান্ত্রিক গাঁটছড়াকে পুরোপুরি কাটিয়ে ওঠা ঐতিহাসিক কারণেই সম্ভব হয়নি। স্বভাবতই শিল্পমালিকরা লড়াই করেছে এই সামন্ততান্ত্রিক প্রভাব পুরোপুরি কাটিয়ে তুলে একশো শতাংশ বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থা চালু করা এবং তারই সাথে নিজেদের গোষ্ঠীকে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশে পরিণত করার জন্য। প্রজাতন্ত্রে বিশ্বাসী উদারনৈতিক পেটিবুর্জোয়াদের সমর্থন স্বাভাবিক কারণেই এরা পায়। শোষণে নিষ্পেষিত শ্রমিক মেহনতি মানুষ এবং কৃষকরাও রাজতন্ত্রের বিরোধী হয়ে উঠেছিল। শাসক বুর্জোয়া গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এ লড়াইয়ে তারা সামিল হওয়ায় ফরাসি দেশের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব সংগ্রামের সৃষ্টি হয়।

শিল্প মালিকরা চাইছিল নির্বাচন ব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণের মাধ্যমে শাসন ক্ষমতার অংশীদার হতে এবং সম্ভব হলে তখনও টিকে থাকা সামন্ততান্ত্রিক যোগসূত্রগুলি খতম করে রাজতন্ত্রকে পুরোপুরি বুর্জোয়া নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে

পরিণত করতে। কিন্তু সংগ্রামে মেহনতি মানুষ অংশগ্রহণ করায় ঐটুকু দাবির ভেতরেই সংগ্রামকে আটকে রাখা যায়নি। ফলে বুর্জোয়াদের র‍্যাডিক্যাল অংশ যারা প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী তাদের হাতে নেতৃত্ব চলে যায়। শ্রেণি চেতনার অভাবের ফলে মেহনতি মানুষ মনে করে, প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই শোষণের অবসান সূচিত করবে। জনতা বিপুল বিক্রমে লড়াই করে। সরকারের শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও রক্ষীবাহিনী এমনকী সৈন্যবাহিনীকে পর্যন্ত জনতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করানো যায়নি। সংগ্রাম জয়যুক্ত হয়। সফল হয় ১৮৪৮ এর ফেব্রুয়ারি সংগ্রাম।

## দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

২৫ ফেব্রুয়ারি নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের পতনের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠা হয় দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র— সোসাল রিপাবলিক। গঠিত হয় এক অস্থায়ী সরকার। প্যারিস জুড়ে দেওয়ালে দেওয়ালে শোভা পেতে থাকে স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের ঘোষণা। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে এতদিনের গুটিকয়েক মাত্র বুর্জোয়া গোষ্ঠীর বদলে শ্রমিক, কৃষক, পেটি বুর্জোয়া সহ ফরাসি সমাজের সব ক'টি শ্রেণিই রাজনৈতিক আবর্তের মধ্যে এসে পড়ে। অন্য দিকে নতুন সরকারের মন্ত্রীদপ্তরগুলি বুর্জোয়ারা নিজেদের নানা অংশের মধ্যে ভাগ করে নেয়। অস্থায়ী সরকারে শ্রমিক শ্রেণির দু'জন মাত্র প্রতিনিধি, লুই ব্লাঁ ও আলবের, কার্যত তাঁদের ক্ষমতাশূন্য করে রাখা হয়।

১৮৩০ এর জুলাইয়ে শ্রমিকেরা লড়ে পেয়েছিল বুর্জোয়া রাজতন্ত্র, '৪৮ এর ফেব্রুয়ারিতে লড়ে তারা পেল বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র। মার্ক্স বললেন, "অস্থায়ী সরকারকে ও অস্থায়ী সরকার মারফত গোটা ফ্রান্সকে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য করে প্রলেতারিয়েত তৎক্ষণাৎ এক স্বাধীন পার্টি হিসাবে সামনের সারিতে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু সেই সঙ্গে তার বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আহ্বানও সে জানায় সমস্ত বুর্জোয়া ফ্রান্সকে। সে যা জিতে আনল তা মোটেই তার মুক্তি নয়, তার বৈপ্লবিক মুক্তির জন্য লড়বার জায়গাটা।"

অস্থায়ী সরকারের শাসনে শ্রমিকরা অস্ত্রধারণের অধিকার পেল। ন্যাশনাল গার্ডে যোগদানেরও বাধা থাকল না। জীবিকার অধিকারের প্রতিশ্রুতি আদায় হল। বেকার শ্রমিকদের কাজ দেওয়ার জন্য গঠিত হল ন্যাশনাল ওয়ার্কশপ। হাজারে হাজারে বেকার শ্রমিক ওয়ার্কশপের রেজিস্টারে নাম লিখিয়ে মাটি কাটা, রাস্তা বানানো, গাছ পোঁতার মতো ক্লান্তিকর একঘেয়ে কাজ করে যেতে থাকল। খোলা আকাশের নিচে শ্রমনিবাস— এই হল জাতীয় ওয়ার্কশপ।

রাজনৈতিক চেতনায় অপরিণত প্রলেতারিয়েত এই সরকারকে তার নিজের মনে করল। ধরে নিল এই সরকার সৌভ্রাতৃত্বের আদর্শে গঠিত এবং শ্রেণিনিরপেক্ষতার প্রতীক। প্রজাতন্ত্রকে আপন সৃষ্টি মনে করে প্যারিসের প্রলেতারিয়েত অস্থায়ী সরকারের এমন প্রত্যেকটি কাজকেই অভিনন্দিত করল যা বুর্জোয়া সমাজে সরকারের পাকা আসন প্রতিষ্ঠাতেই সহায়তা করল। বুর্জোয়াদের সম্পত্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় পুলিশের কাজে নিজেদের নিযুক্ত করতে রাজি হল। লুই ব্লাঁ শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে মজুরি সংক্রান্ত বিরোধের মধ্যস্থতার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করলেন।

তখনও ইউরোপ জোড়া বাণিজ্য সঙ্কট অব্যাহত। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব চালিত হয়েছে ফিনান্স আভিজাত্যের বিরুদ্ধে। এর ফলে ঘা খেল সরকারি ও ব্যক্তিগত ক্রেডিট। অস্থায়ী সরকারের আর্থিক অবস্থা সঙ্কটজনক হয়ে উঠল। এই অবস্থায় সরকার চাইল প্রজাতন্ত্রের বুর্জোয়া বিরোধী চেহারা ঘোচাতে। পুরনো বুর্জোয়া সমাজ রাষ্ট্রের কাছে যে হুন্ডি পেশ করেছিল তাকে মেনে নিয়ে অস্থায়ী সরকার নতি স্বীকার করল সেই সমাজেরই কাছে। রাষ্ট্রের পাওনাদারদের সব পাওনা সুদ সহ মিটিয়ে দিল। আর্থিক সঙ্কট মেটাতে সরকার ঘোষণা করল নতুন কর। না, ব্যাঙ্ক মালিক, সরকারের মহাজন বা শিল্পপতিদের উপর নয়, তা চাপল সমাজের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কৃষকদের উপর। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ব্যয় বহন করতে হল কৃষকদেরই। মার্ক্স লিখলেন, "সেই মুহূর্ত থেকে ফরাসি কৃষকের কাছে প্রজাতন্ত্রের অর্থ হল ৪৫ সাঁতিমের ট্যাক্স, প্যারিস প্রলেতারিয়েত তার চোখে প্রতিভাত হল এমন এক উচ্ছৃঙ্খল গোষ্ঠী বলে যে তার ঘাড় ভেঙে নিজেরটা গুছিয়ে নিচ্ছে।"

"১৭৮৯ এর বিপ্লব যেখানে শুরু হয়েছিল কৃষকদের ঘাড় থেকে সামন্তী বোঝা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে, সেখানে ১৮৪৮ এর বিপ্লব গ্রামীণ জনতার কাছে আত্মঘোষণা জানাল নতুন কর বসিয়ে এবং তা এই জন্য যাতে পুঁজি বিপন্ন না হয় এবং তার পাহারাদার হিসাবে রাষ্ট্রযন্ত্র চালু থাকতে পারে।"

পেটিবুর্জোয়ারাও তাদের সমস্ত দুরবস্থার জন্য ন্যাশনাল ওয়ার্কশপগুলিকেই দায়ী করল। প্রবল ক্রোধ নিয়ে হিসেব কষতে বসল, যখন তারা নিজেরা অসহ্য দুরবস্থার মধ্যে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে তখন 'নিষ্কর্মা' শ্রমিকরা সরকারি অর্থ কী পরিমাণে গ্রাস করছে।

এ দিকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণার সাথে সাথে প্রলেতারিয়েতকে যে সব সুবিধা দিতে হয়েছিল, যে সব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, বুর্জোয়াদের কাছে সেগুলি এখন পরিণত হল শৃঙ্খলে, যা না খসালেই নয়। এমনকি একটা কথার কথা

হিসাবেও শ্রমিকদের মুক্তি নতুন প্রজাতন্ত্রের পক্ষে হয়ে উঠল অসহ্যরকমের মারাত্মক। কারণ চালু আর্থিক শ্রেণি-সম্পর্কের অবিচল ও নির্বিঘ্ন স্বীকৃতির উপরে যার নির্ভর সেই ক্রেডিট ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে এ দাবি এক স্থায়ী প্রতিবাদ। অতএব প্রয়োজন হয়ে পড়ল শ্রমিকের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেওয়ার।

## শ্রমিক শ্রেণির মোহমুক্তি

এই রকম পরিস্থিতিতে, ৪ মে সংবিধান পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। নির্বাচনে বুর্জোয়াদের জয়জয়কার। নির্বাচকরা শ্রমিক প্রতিনিধিদের প্রত্যাখ্যান করল। নবনির্বাচিত জাতীয় সংবিধান কক্ষ পরিণত হল প্যারির প্রলেতারিয়েতের বিচারসভায়। শ্রমিকদের যে সব সুবিধাগুলি দেওয়া হয়েছিল সবই কেড়ে নেওয়া হল। এক্সিকিউটিভ কমিশন থেকে প্রলেতারিয়েত প্রতিনিধি লুই ব্লাঁ ও আলবেরকে সরাসরি বাদ দেওয়া হল। সেই অর্থে প্রজাতন্ত্রের সূচনা ৪ মে থেকে, ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে নয়। মার্ক্স লিখেছেন, "প্যারিস প্রলেতারিয়েত অস্থায়ী সরকারের উপর যে প্রজাতন্ত্র চাপিয়ে দিয়েছিল, সামাজিক প্রতিষ্ঠান সহ প্রজাতন্ত্র, ব্যারিকেড-সংগ্রামীদের দৃষ্টিতে ছিল যে ধ্যানমূর্তি— এ সেই প্রজাতন্ত্র নয়। জাতীয় পরিষদ কর্তৃক ঘোষিত একমাত্র বৈধ প্রজাতন্ত্রটি এমন এক প্রজাতন্ত্র যা বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিরোধী কোনও বিপ্লবী হাতিয়ার নয়, বরং এই ব্যবস্থারই রাজনৈতিক পুনর্গঠন, বুর্জোয়া সমাজের রাজনৈতিক পুনর্সংহতি, এক কথায় একটি বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র।"

নতুন সরকারের মন্ত্রী ত্রেলা ঘোষণা করলেন— এখন কাজ শ্রমিককে আবার তার পুরনো অবস্থায় ফিরিয়ে আনা। তাই দরকার পড়ল তাদের রাস্তার লড়াইয়ে পরাস্ত করার। কারণ শ্রমিকরা ফেব্রুয়ারিতে রাস্তায় লড়েই বুর্জোয়াদের জিতিয়েছিল।

বুর্জোয়াদের পক্ষে এই কাজটারই সুবিধা করে দিল যখন শ্রমিক শ্রেণির একটা বেপরোয়া অংশ ১৫ মে তাদের বিপ্লবী প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টায় জাতীয় সভায় চড়াও হল। এই ব্যর্থ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে তারা তাদের সব থেকে সাহসী এবং শক্তিশালী নেতাদের পাঠিয়ে দিল বুর্জোয়াদের কারাগারে। বুর্জোয়ারা এবার প্রলেতারিয়েতকে এক চূড়ান্ত সংগ্রামে নামতে বাধ্য করল। জনসাধারণের যে কোনও সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। ন্যাশনাল ওয়ার্কশপ বন্ধ করে দেওয়া হল। বেকার শ্রমিকদের সামনে তুলে ধরা হল দুটি বিকল্প। হয় সেনাবাহিনীতে যোগ দাও, না হয় গ্রামাঞ্চলে গিয়ে মাটি কাটার কাজ নাও। দলে দলে শ্রমিকরা রাস্তায় নেমে ঘোষণা করল— না, আমরা যাব না।

শ্রমিকদের সামনেও দুটি বিকল্প অবশিষ্ট থাকল। হয় অনশন, নয় লড়াই। দ্বিতীয়টাই বেছে নিল তারা। ২২ জুন প্রচণ্ড এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানে তারা এর জবাব দিল। বর্তমান সমাজ যে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত তাদের মধ্যেকার প্রথম আপসহীন লড়াই সংগঠিত হল। এরই সঙ্গে প্রজাতন্ত্রের শ্রেণিনিরপেক্ষতার মুখোশ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

বিনা নেতৃত্বে, কোনও পরিকল্পনা ছাড়াই, রসদ ছাড়া, অধিকাংশ সময়ে উপযুক্ত হাতিয়ার ছাড়াই শ্রমিকরা অতুলনীয় নির্ভীকতা ও উদ্ভাবনীশক্তির জোরে পাঁচ দিন সেনাবাহিনী, রক্ষিবাহিনী, প্যারিসের ভেতরের ও বাইরে থেকে স্রোতের মতো আসা রক্ষিবাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখল। বিস্মৃতপ্রায় জমিদারবংশের ধনী চাষি, প্যারি আর প্যারির বাইরের সব ধরনের বুর্জোয়ারা নিজেদের সব দ্বন্দ্ব সরিয়ে রেখে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে একজোট। তারা চিরদিনের জন্য শ্রমিক শ্রেণির সমাজ বদলাবার শখ মিটিয়ে দিতে চায়।

লড়াইয়ে দশ হাজার শ্রমিক প্রাণ দিল রাস্তায়। নজিরবিহীন নৃশংসতা চালিয়ে আরও ছ'হাজার বন্দি শ্রমিককে হত্যা করল বুর্জোয়ারা। শ্রমিক অভ্যুত্থান পরাস্ত হল। শ্রমিক বিদ্রোহের আগুনে 'সৌভ্রাতৃত্ব' পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ভ্রাতৃত্ব টিকে ছিল ততক্ষণ পর্যন্তই যতক্ষণ বুর্জোয়াদের স্বার্থের সঙ্গে প্রলেতারিয়েতের স্বার্থের সংঘাত বাধেনি। ২৫ জুন বুর্জোয়ার প্যারি যখন আলোকমালায় সজ্জিত আর উল্লাসে মাতোয়ারা, সর্বহারার প্যারি তখন দগ্ধ, রক্তাক্ত। ফেব্রুয়ারির বুর্জোয়া রাজতন্ত্রের পরাজয়ে নয়, জুনে সর্বহারার পরাভবেই ঘটল বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের প্রকৃত উদ্ভব। কিন্তু জুনের পরাজয় ফ্রান্সের শ্রমিক শ্রেণিকে ইউরোপের শ্রমিকবিপ্লবের নেতৃত্বে উন্নীত করল, আর শ্রমিকের রক্তে লাল হয়ে ফরাসি প্রজাতন্ত্রের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা পরিণত হল বিপ্লবের লাল পতাকায়। মহান মার্ক্সের অমোঘ উচ্চারণ ছড়িয়ে পড়ল দেশে দেশে শ্রমিক শ্রেণির মাঝে, 'বিপ্লবের মৃত্যু ঘটেছে— বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!'

১৮৪৮ এর জুন সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছিল বুর্জোয়াদের প্রজাতন্ত্রী গোষ্ঠী। জয়লাভের ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতা অনিবার্যভাবেই গিয়ে পড়ল তাদের হাতে। ক্ষমতা পেয়েই শাসক বুর্জোয়ারা দেশজুড়ে জরুরি অবস্থা জারি করল, সমস্ত রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করে দিল। শ্রমিক নেতাদের উপর চলল নির্বিচারে ধরপাকড়, তদন্ত এবং বিচারের প্রহসন। সামরিক বিচারালয়ে ধৃত জুন-বিদ্রোহীদের অবিরাম দণ্ডদান অথবা বিনা বিচারে নির্বাসন। এখন আর তলার দিক থেকে বুর্জোয়াদের কোনও বিপদের আশঙ্কা রইল না।

শ্রমিকদের বিপ্লবী শক্তির সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়ল গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রীদের অর্থাৎ পেটি বুর্জোয়া অর্থে যারা প্রজাতন্ত্রী তাদের রাজনৈতিক প্রভাব। জুনের দিনগুলিতে এরাই বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের সঙ্গে জুড়ে লড়াই করেছিল প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে। বোঝা গেল পেটি বুর্জোয়ারা বুর্জোয়াদের কাছে নিজেদের দাবিগুলি জোরের সঙ্গে তুলে ধরতে পারে ততক্ষণই যতক্ষণ তাদের পিছনে থাকে প্রলেতারিয়েত।

রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে সাময়িক ভাবে প্রলেতারিয়েতের অপসারণ ও আনুষ্ঠানিক ভাবে বুর্জোয়া একনায়কত্বের স্বীকৃতিলাভের ফলে বুর্জোয়া সমাজের মধ্যবর্তী স্তর, পেটি বুর্জোয়া ও কৃষক শ্রেণিকে ক্রমাগত ঘনিষ্ঠ হতে হল প্রলেতারিয়েতেরই সঙ্গে, কারণ তাদের অবস্থা হতে থাকল আরও অসহনীয় এবং বুর্জোয়াদের সঙ্গে তাদের বিরোধিতা হতে থাকল তীব্রতর। এই পেটি বুর্জোয়ারাই আগে তাদের দুর্গতির কারণ খুঁজে পেত প্রলেতারিয়েতের অভ্যুত্থানের ভিতরে, এখন তেমনই তারা তার সন্ধান পেল প্রলেতারিয়েতের পরাজয়ের মধ্যে।

পুঁজির উপর কর বসানোর যে পরিকল্পনা অস্থায়ী সরকার করেছিল তা এবার নাকচ করে দিল সংবিধান সভা। যে আইন শ্রমসময়কে দশ ঘণ্টায় বেঁধে দিয়েছিল তা বাতিল হয়ে গেল। ঋণগ্রস্তদের জন্য ফিরিয়ে আনা হল কারাদণ্ড। পত্রিকাগুলির উপর চাপানো হল নানা শর্ত। সংগ্রামের অধিকার ছেঁটে ফেলা হল।

প্রলেতারিয়েতের হাত থেকে সম্পত্তিরক্ষার অলীক মোহে প্যারিসের পেটি বুর্জোয়ারা— কাফে ও রেস্তোরাঁ-মালিক, মদ বিক্রেতা, ক্ষুদে ব্যবসায়ী, দোকানি, কারিগর প্রভৃতিরা জুনের দিনগুলিতে প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে মরিয়া লড়াই করেছিল। শ্রমিকেরা পর্যুদস্ত হতেই বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত এই পেটি বুর্জোয়ারা ফিরে গিয়ে দেখল, যে বাড়িতে তাদের বাস সেটা তাদের সম্পত্তি নয়, যে দোকান তারা চালায় সেটাও তাদের সম্পত্তি নয়, যে পণ্য নিয়ে তাদের কারবার তাও তাদের সম্পত্তি নয়, সব কিছুই মহাজনের কাছে বাঁধা। অস্থায়ী সরকার তাদের যে সব সুবিধাগুলি দিয়েছিল, সংবিধান সভা সে সবকিছুকে কেড়ে নিল। সভয়ে পেটি বুর্জোয়া লক্ষ করল, শ্রমিকদের খতম করে তারা বিনা প্রতিরোধে নিজেদের তুলে দিয়েছে পাওনাদারদের হাতে।

## নতুন সংবিধান, রাষ্ট্রপতির হাতে ক্ষমতা

এই রকম পরিস্থিতিতেই ১৮৪৮ এর ৪ নভেম্বর গৃহীত হল নতুন সংবিধান। এই সংবিধান শ্রমিকদের প্রতারিত করল। কাজের অধিকার বাতিল করে

দিল, পুঁজিপতিদের ওপর চাপানো বিশেষ কর বাতিল করে দিল, অবহেলিত হল ছোট ও মাঝারি বুর্জোয়াদের স্বার্থও। প্রজাতন্ত্রের শরীর থেকে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবকে নিঃশেষে মুছে দিল। সংবিধান রাষ্ট্রপতির হাতে তুলে দিল প্রভূত ক্ষমতা।

বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীরা বড় বুর্জোয়াদের স্বার্থে পেটি বুর্জোয়াদের বলি দিল। অথচ এই বড় বুর্জোয়ারাই ছিল প্রজাতন্ত্রের ঘোর বিরোধী। জুন অভ্যুত্থানের পর আতঙ্কগ্রস্ত বুর্জোয়ারা, পুরনো রাজতন্ত্রের মাতব্বরেরা এমন একজন একনায়কের খোঁজ করতে লাগল যে সব রকমের বিদ্রোহ-বিপ্লবের সম্ভাবনাকে দৃঢ় হাতে দমন করতে পারবে, তাদের আতঙ্কমুক্ত করতে পারবে। বোনাপার্ট বংশের লুই নেপোলিয়নের মধ্যে তারা খুঁজে পেল সেই ত্রাণকর্তাকে। লুই নেপোলিয়ন প্রথম নেপোলিয়নের ভ্রাতুষ্পুত্র। যদিও দুই নেপোলিয়নের মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক। মার্ক্স বললেন, এই নেপোলিনয়ন আদি নেপোলিয়নের ব্যঙ্গচিত্র মাত্র। আসলে নেপোলিয়ন নামটার সাথেই জড়িয়ে রয়েছে একটা বিরাট মিথ। ফলে ঝানু বুর্জোয়া রাজনীতিবিদরা, অর্লিয়ানিস্টরা, ব্যাঙ্কমালিক-শিল্পপতির দল সব জুটে গেল নেপোলিয়নের চারপাশে। শ্রেণিদ্বন্দ্বে জর্জরিত সেদিনের ফ্রান্সে লুই নেপোলিয়ন হয়ে দাঁড়ালেন একমাত্র 'নিরপেক্ষ' ব্যক্তি!

১০ ডিসেম্বর ৬০ লক্ষ ভোট পেয়ে রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত হলেন নেপোলিয়ন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সাধারণতন্ত্রী বুর্জোয়া প্রার্থী জেনারেল কাভেনিয়াক পেলেন ১৪ লক্ষ ভোট। পেটি বুর্জোয়াদের সাথে প্রলেতারিয়েতও সেদিন দল বেঁধে নেপোলিয়নকে ভোট দিয়েছিল। কারণ এই সেই জেনারেল কাভেনিয়াক, যিনি চরম নিষ্ঠুরতায় জুন বিপ্লবকে দমন করেছিলেন। প্রলেতারিয়েতের কাছে নেপোলিয়নের জয়ের অর্থ কাভেনিয়াকের পদচ্যুতি, সংবিধান সভার উচ্ছেদ, বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের অবসান, জুন বিপ্লবের নিবৃত্তি। পেটি বুর্জোয়াদের কাছে নেপোলিয়নের জয় মানে মহাজনের উপর খাতকের জয়। যদিও পেটি বুর্জোয়া এবং প্রলেতারিয়েতের নিজস্ব দুজন প্রার্থী ছিল, কিন্তু তাঁদের সমর্থন জুটেছিল নামমাত্র।

সংবিধান সভা কৃষকের উপর ট্যাক্স চাপানোয় তারা রাগে ফুঁসছিল। রাজতন্ত্রের নিগড় থেকে মুক্ত স্বাধীন কৃষক শ্রেণি মনে করল নেপোলিয়নই তাদের একমাত্র প্রতিনিধি। প্রবল উচ্ছ্বাসে দলে দলে কৃষকরা গিয়ে ভোট দিল নেপোলিয়নকে। মুখে তাদের ধ্বনি— আর ট্যাক্স নয়, বড়লোকেরা নিপাত যাক, নিপাত যাক প্রজাতন্ত্র, দীর্ঘজীবী হোন সম্রাট!

নতুন রাষ্ট্রপতি যে মন্ত্রিসভা গড়লেন দেখা গেল তাতে অর্লিয় রাজতন্ত্রের

সাথে যুক্ত লোকজনই বেশি। রাজা লুই ফিলিপের মন্ত্রী অদিলোঁ বারো হলেন লুই নেপোলিয়নের প্রধানমন্ত্রী। আর বারো মন্ত্রিত্বের প্রথম কাজ হল পুরনো রাজতন্ত্রী প্রশাসনকে ফিরিয়ে আনা।

রাষ্ট্রপতির আসনে বসার সাতদিনের দিন লুই বোনাপার্টের মন্ত্রিসভা লবণ কর চালু রাখার প্রস্তাব চালু করল— যে কর বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল পূর্বেকার অস্থায়ী সরকার। কৃষকদের উপর চাপানো এই কর নেপোলিয়নের প্রতি কৃষকদের মোহ ধূলিসাৎ করে দিল। একের পর এক ঘটনায় বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রী সংবিধান সভার সাথে রাজতন্ত্রী নেপোলিয়ন মন্ত্রিসভার বিরোধ ক্রমাগত অনিরসনীয় হয়ে উঠতে থাকল। স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রে কি আর সংবিধান সভার গুরুত্ব থাকে!

অর্লিয় শাসক লুই ফিলিপের আমল থেকেই প্রজাতন্ত্রী বুর্জোয়ারা 'ন্যাশনাল' (ভ্রব্ধনস্ব্রপ্ত) নামে প্যারিসের এক পত্রিকার চারপাশে জড়ো হয়ে তাদের মতবাদিক এবং সাংগঠনিক কাজকর্ম চালাতে থাকে। তাদের গোষ্ঠীটি ন্যাশনাল গোষ্ঠী নামেই পরিচিত হয়। ৪ মে-র নির্বাচনে গঠিত জাতীয় সভা যে কার্যনির্বাহক কমিশন গঠন করে তার গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি এই গোষ্ঠীই দখল নিয়েছিল। নেপোলিয়ন রাষ্ট্রপতি পদে বসেই সরকারি সব দপ্তর থেকে ন্যাশনাল অনুগামী সবাইকে সরালেন। মন্ত্রিসভায় ভিড় দেখা গেল লেজিটিমিস্ট ও অর্লিয়ান্সী রাজতন্ত্রীদের। জাতীয় সভার সব ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হল। প্রজাতন্ত্রী বুর্জোয়াদের শেষ আশ্রয় ছিল এই জাতীয় সভা। এই সংঘর্ষের পরিণাম হিসাবে নেপোলিয়ন ও রাজতন্ত্রীরা মিলিত ভাবে জাতীয় সভাকে অকেজো করে তুলল।

এই পরিস্থিতিতে দেশজুড়ে এল জাতীয় বিধানসভার নির্বাচন। পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়াল দুটি প্রধান দল— শৃঙ্খলা পার্টি আর গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী বা লাল পার্টি। রাজতন্ত্রী অর্লিয়ান্সী ও লেজিটিমিস্টরা শৃঙ্খলা পার্টিতে জোট বাঁধল। প্রথম নেপোলিয়নের পতনের পর শাসনক্ষমতায় বুরবোঁ রাজবংশকে সামনে রেখে যে বৃহৎ ভূস্বামীরা পুনঃপ্রতিষ্ঠা পেয়েছিল তারাই লেজিটিমিস্ট। অপর অংশটি অর্থজগতের অভিজাতবর্গ এবং প্রধান শিল্পপতির দল জুলাই প্রজাতন্ত্রের আমলে অর্লিয় রাজবংশের লুই ফিলিপকে সামনে রেখে শাসন চালিয়েছিল, এরা অর্লিয়ান্সী। এই উভয় শক্তিই ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে তাদের ক্ষমতা হারিয়েছিল। লুই নেপোলিয়ন রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর এই দুই শক্তিই পুনরায় ক্ষমতার অলিন্দে ফিরে আসে এবং জুন বিপ্লবের পরই তারা শৃঙ্খলা পার্টির নামে (ভ্রজ্জব্ধন্তু প্সন্দ্র ব্ধড়ন্দ্ব খ্বজস্তুন্দ্বজ্ঞ) পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হয়। অন্য দিকে শ্রমিক ও পেটি বুর্জোয়া পার্টির

মিলনে গঠিত হয় সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি তথা লাল পার্টি। এর মধ্যে ছিল পেটি বুর্জোয়াদের মুখপাত্র মতাঁইনিয়াঁর (ত্তস্ঞন্ধস্নষ্ক্রজস্ত অর্থাৎ ত্তস্নক্তন্ধ্রন্ত) তথা পর্বত দল। সম্মিলিত বুর্জোয়া শ্রেণির বিরুদ্ধে পেটি বুর্জোয়া ও কৃষক শ্রেণির যে অংশ ইতিমধ্যেই বিপ্লবীভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল তারাও নিজেদের যুক্ত করল বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে। এই দুই শক্তি হল প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী।

১৩ মে-র সাধারণ নির্বাচনে ৭৫০টি আসনের ৫০০টিতে রাজতন্ত্রীরা নির্বাচিত হলেন। বামপন্থীরা পেল ২০০ আসন। প্যারিসের সব আসন বামপন্থীদের দখলে থাকল। তাদের নেতা লেদ্রু রলাঁ পাঁচটি প্রদেশ থেকে নির্বাচিত হলেন। এতদিন যে গ্রামাঞ্চল রক্ষণশীলদের ঘাঁটি বলে পরিচিত ছিল সেখানেও লাল পার্টির প্রভাবের প্রমাণ পাওয়া গেল।

উল্লেখ করা দরকার, বোনাপার্টপন্থী প্রতিনিধিরা একটা স্বতন্ত্র সংসদীয় দল গঠনের পক্ষে সংখ্যায় ছিল অতি অল্প। তাই তারা শৃঙ্খলা পার্টির লেজুড় হয়েই থাকল। শৃঙ্খলা পার্টির হাতেই রইল সরকারি ক্ষমতা, সেনাবাহিনী এবং আইন তৈরির ক্ষমতা। অর্থাৎ গোটা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাটাই। সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির চরিত্র বিশ্লেষণ করে মার্ক্স দেখালেন, প্রলেতারিয়েতের সামাজিক দাবিগুলির বিপ্লবী মুখটা ভেঙে গণতান্ত্রিক দিকে মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া হল, আবার পেটি বুর্জোয়াদের গণতান্ত্রিক দাবিদাওয়ার বিশুদ্ধ রাজনৈতিক রূপটি খসিয়ে এগিয়ে দেওয়া হল তার সমাজতন্ত্রী মুখটা। এই ভাবেই গড়ে উঠল সোস্যাল ডেমোক্রেসি। স্বাভাবিক ভাবেই এই সোস্যাল ডেমোক্রেসি এমন কিছু গণতান্ত্রিক-প্রজাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের দাবি তুলল, সেগুলি পুঁজি ও মজুরির মতো দুই চরম বিপরীত দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাবে না, বরং এদের মধ্যেকার শত্রুভাব কমিয়ে সামঞ্জস্য আনবে। সোস্যাল ডেমোক্রেটিক দল তার বিপ্লবী চরিত্রের অভাবের জন্য এবং দোদুল্যমান চরিত্রের জন্যই নেপোলিয়নের নেতৃত্বে রাজতন্ত্রীদের প্রবল আক্রমণের মুখে ভেঙে পড়ল।

এই অবস্থায় প্রজাতন্ত্রী, পেটি বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়েতকে শায়েস্তা করতে জরুরি অবস্থা জারি করল সরকার। নতুন আইন এনে জনপ্রতিনিধিদের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হল। নতুন মুদ্রণ আইন এনে বিরোধী পত্রিকাগুলি বন্ধ করে দেওয়া হল। এবার আঘাত আর শুধু প্যারিসের উপর নয়। জেলাগুলির ওপরও সামরিক নির্যাতন নামিয়ে আনা হল। পেটি বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়েত কার্যকলাপের ঘাঁটি ‘ক্লাব’গুলো বন্ধ করে দেওয়া হল।

এর ফলে গুপ্তসমিতিগুলির কার্যকলাপ দ্রুত বাড়তে থাকল। শ্রমিকদের শিল্প সমবায়গুলি রাজনৈতিক ভাবে প্রলেতারিয়েতকে ঐক্যবদ্ধ করার মাধ্যম হয়ে

দাঁড়াল। অন্য দিকে রাজতন্ত্রীরা শ্রমিকদের আবার ক্ষমতা দখলের, সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার গুজব ছড়াতে থাকল।

## বুর্জোয়াদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব

লুই নেপোলিয়নের মধ্যে প্রথম থেকেই বাসা বেঁধেছিল যে ভাবে হোক নেপোলিয়ন বোনাপার্টের পুরনো সাম্রাজ্যটা ফিরিয়ে আনার আকাঙ্খা। শুরু হল জাতীয় পরিষদের সভাপতি লুই নেপোলিয়নের সঙ্গে সাংবিধানিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বুর্জোয়াদের বিরোধ। বুর্জোয়া ব্যক্তিশাসক বনাম বুর্জোয়া শ্রেণির বিশেষ এক অংশের স্বার্থের বিরোধ। রাজতন্ত্রী লেজিটিমিস্ট ও অর্লিয়ানিস্টদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠছিল। এই উভয় গোষ্ঠীই রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছিল।

এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই ১৮৪৯-এর ১ নভেম্বর লুই বোনাপার্ট ওদিলন বারো মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করলেন। গঠন করলেন নতুন মন্ত্রিসভা, যা তাঁর নিজের মন্ত্রিসভা। এর মধ্যে দিয়ে নেপোলিয়ন বুর্জোয়া শ্রেণিকে বুঝিয়ে দিলেন রাষ্ট্রপতিরূপী নেপোলিয়নই রাষ্ট্রের সর্বেসর্বা। এই অবস্থাতেও বুর্জোয়ারা খানিকটা নির্বিকারই থাকল। কারণ তাদের জানা ছিল, ১৮৫২ তেই নেপোলিয়নের মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে। সংবিধান কোনও ব্যক্তিকে দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি হওয়ার অধিকার দেয়নি।

ইতিমধ্যে ১৮৫০-এর ১০ মার্চের উপনির্বাচনে এক অভাবনীয় পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। তিরিশটি আসনের মধ্যে কুড়িটিতেই নির্বাচিত হল সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা। প্যারির তিনটি আসনেই জয়ী হল বামপন্থীরা— জুন অভ্যুত্থানের নায়ক দ্য ফ্লত, অস্থায়ী সরকারের আমলে শ্রমিক কল্যাণের জন্য গঠিত লুকসেমবুর্গ কমিশনে লুই ব্লাঁ-র সচিব ভিদাল ও অস্থায়ী সরকারের প্রজাতন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রী কার্নো।

নির্বাচনী ফলাফলে হতভম্ব হয়ে গেল শৃঙ্খলা পার্টি। তাদের মধ্যে লাল আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। ১০ মার্চের নির্বাচনের ফলাফল যেন ১৯৪৮ এর জুনকে বাতিল করে দিল। নেপোলিয়নের এক মন্ত্রীও পরাজিত হলেন, সেই অর্থে যা নেপোলিয়নের পরাজয়। শৃঙ্খলা পার্টি হুঙ্কার ছাড়ল, '১০ মার্চের ভোটের অর্থ যুদ্ধ'। হাঁক দিল, 'আরও পীড়ন চাই, দশগুণ পীড়ন'। বলল, 'নিয়মতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র অসম্ভব'। রাজতন্ত্রীরা, শৃঙ্খলারা বলল, যত নষ্টের গোড়া ওই সর্বজনীন ভোটাধিকার। আওয়াজ তুলল, সর্বজনীন ভোটাধিকার ধ্বংস কর। ১৮৫০ এর ৩১ মে নতুন নির্বাচনী আইনে বিলোপ করা হল সর্বজনীন ভোটাধিকার। ৯৫

লক্ষের ভোটার তালিকা থেকে ৩০ লক্ষ শ্রমজীবী ভোটারের নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হল। মার্কস ৩১ মে-র আইনকে বলেছেন, বুর্জোয়া শ্রেণির কু-দেতা। আসলে ১০ মার্চের ফলাফলটা বুর্জোয়া আধিপত্যের প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ। তাই শ্রেণি সংগ্রামের জন্য এই আইনটা বুর্জোয়াদের কাছে ছিল একটি জরুরি প্রয়োজন।

সর্বজনীন ভোটাধিকার বাতিল করা মাত্র জাতীয় সভা এবং বোনাপার্টের সংগ্রাম আবার শুরু হল। বুর্জোয়া ব্যক্তিশাসক বনাম বুর্জোয়া শ্রেণির বিশেষ এক অংশের স্বার্থের বিরোধে ব্যবসায়ী বুর্জোয়ারা ও ছোট পুঁজির মালিকরা লুই নেপোলিয়ানকে সমর্থন করেছিল। কেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক ক্ষমতা ব্যবসা বাণিজ্যের পক্ষে সুবিধেজনক বলেই তারা নেপোলিয়নকে সমর্থন করেছিল। এছাড়া প্রধানত যে সম্প্রদায়ের সমর্থন তিনি পেয়েছিলেন তা হল ছোট ছোট জমির মালিক গোষ্ঠী। সে সময়ে ফ্রান্সে বিরাট সংখ্যায় কৃষক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সময় থেকেই বুর্জোয়াদের অবাধ প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে শহরের কিছু বড় বড় শিল্প গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামাঞ্চলে ছোট ছোট জমির মালিকরা একসময় নিজেদের স্বার্থেই বৃহৎ ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে সামন্ততন্ত্রকে ভেঙে বুর্জোয়া মালিকানা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছিল। পরবর্তী সময়ে গ্রামীণ বুর্জোয়া সৃষ্টি হলেও, এই গ্রামীণ বুর্জোয়া সম্প্রদায় ও শহরের সুদখোর মহাজনেরা শোষণ শুরু করলে ছোট জমির মালিকরা বুর্জোয়া বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এদের একাংশ, নিজেদের রাজনৈতিক চেতনার মান উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত করতে সক্ষম হওয়ায় নিজেদের শ্রেণিস্বার্থকে ক্ষুদ্র গণ্ডির ভেতরে টিকিয়ে রাখাতে তৎপর না হয়ে শ্রমিক শ্রেণির পাশে দাঁড়িয়ে বুর্জোয়া বিরোধী প্রগতিশীল সংগ্রামে লিপ্ত হয় এবং ফ্রান্সে যে সব কৃষক সংগ্রাম সংগঠিত হয় তাতে তারা নেতৃত্ব দেয়। অপর এক অংশ সমাজ বিবর্তনের ধারাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম না হওয়ায় রক্ষণশীল ভূমিকা নেয় এবং ক্ষুদ্র গণ্ডির ভেতরে নিজেদের সুযোগসুবিধা টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যেই বিরোধী অবস্থান নেয়। এই অংশের রাজনৈতিক চেতনার মান নিম্নস্তরে থাকার ফলে পরিষদে নিজেদের শ্রেণিস্বার্থকে প্রতিফলিত করতে পারেনি। নিজেদের লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেওয়াও এদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। একমাত্র কোনও কেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক শক্তিই পারে এদের নেতৃত্ব দিতে। সে কারণে এরা লুই নেপোলিয়নের ওপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে এবং নিজেদের শ্রেণিস্বার্থেই জাতীয় পরিষদের সভাপতি ও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বুর্জোয়ার লড়াইয়ে এরা নেপোলিয়নের পক্ষ সমর্থন করে। এই সময়ে শ্রেণিসংগ্রাম হয়ে পড়ে জটিল। একদিকে ছিল প্রগতিশীল শ্রমিকশ্রেণি, অন্য দিকে বুর্জোয়াদের পরস্পরবিরোধী

নানা গোষ্ঠী। নিজ নিজ গোষ্ঠী স্বার্থেই এরা বুর্জোয়াদের অপর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দেয়।

নেপোলিয়ন তাঁর নিজের ব্যয়বরাদ্দ হিসাবে বছরে ৩০ লক্ষ ফ্রাঁ দাবি করলেন। সংবিধান সভা তা নাকচ করে দিল। এই সুযোগে নেপোলিয়ন নিজেকে গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী বলে জাহির করার সুযোগ খুঁজে নিলেন। ১০ অক্টোবর বোনাপার্ট তাঁর মন্ত্রীদের কাছে সর্বজনীন ভোটাধিকার পুনঃপ্রবর্তনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। মন্ত্রীরা তাদের পদত্যাগপত্র দাখিল করল। ১৮৫১-র জানুয়ারিতে নেপোলিয়ন সেনাবাহিনীকে নিজ নিয়ন্ত্রণে আনতে তার প্রধান, মন্ত্রীসভার আস্থাভাজন শাঙ্গার্নিয়ারকে বরখাস্ত করে আলজিরিয়া থেকে প্যারিসে ফিরিয়ে আনলেন কলোনিয়াল জেনারেলদের— যাদের গণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সমর্থন ছিল না।

সংবিধান সভা নেপোলিয়নকে পুনরায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করার জন্য সংবিধান সংশোধনে কোনও ভাবেই রাজি না হওয়ায় নেপোলিয়ন সেনাবাহিনী ও পুলিশ বিভাগের বড়কর্তাদের নিয়ে ক্ষমতা দখলের ছক কষতে লাগলেন। ইতিমধ্যে নেপোলিয়ন নিজেকে শৃঙ্খলার রক্ষক এবং শান্তির দূত হিসাবে তুলে ধরতে থাকলেন। বুর্জোয়াদের একটা অংশের সমর্থনও এ ব্যাপারে নেপোলিয়ন পেয়ে গেলেন। অর্থনীতিতে চাঙ্গা ভাব কেটে গিয়ে বাণিজ্যে যখন মন্দা এল, ১৮৫১-র শেষ দিকে, তখন বাণিজ্যিক বুর্জোয়ারা পার্লামেন্টীয় সংগ্রামকেই মন্দার কারণ বলে অভিযোগ করল, তারা এই লড়াই বন্ধ করার দাবি তুলল। লড়াই বন্ধের দুটি রাস্তা ছিল— বোনাপার্টের ক্ষমতা যেমন চলছে তেমনই চলতে দেওয়া অথবা সংবিধানসম্মত উপায়ে তার অবসরগ্রহণ। বুর্জোয়াদের একটি অংশ নেপোলিয়নের অবসর চাইলেও অপর একটি গোষ্ঠী চেয়েছিল বোনাপার্ট যেহেতু রাষ্ট্রপতির আসনে ইতিমধ্যেই আসীন, তাই তিনি সেখানেই থাকুন। বুর্জোয়াদের এই অন্তর্দ্বন্দ্বকে নেপোলিয়ন পুরোপুরি কাজে লাগালেন।

## দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের ঘোষণা

১৮৫১-র ২ ডিসেম্বর। অতর্কিত হানা দিয়ে নেপোলিয়নের অনুগত সেনাবাহিনী আইনসভা, সংবাদপত্র অফিস, ছাপাখানা আর প্যারিস শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো দখল করে নিল। ভোরের আলো ফোটার আগেই প্যারির মানুষ দেখল, আইনসভা ভেঙে দেওয়া হয়েছে, নতুন সংবিধান তৈরির কাজ চলছে, যা একটি গণভোটে অনুমোদিত হবে।

সর্বজনীন ভোটাধিকার নাকি আবার ফিরে এসেছে! জনগণের উদ্দেশ্যে

প্রচারিত এক আবেদনপত্রে রাষ্ট্রপতি আইনসভাকে ষড়যন্ত্রকারীদের আড্ডাস্থল বলে নিন্দা করলেন। আর একটি ঘোষণায় সৈন্যদের উদ্দেশে বলা হল, সৈনিকরা, আপনারা দেশকে বাঁচান।

শুরু হল ধরপাকড়। আইনসভার ষোল জন সদস্য সহ আশিজন বিরোধী নেতাকে গ্রেফতার করা হল। আইনসভার তিনশজন সদস্যকে সভাকক্ষে ঢুকতে দেওয়া হল না। গোটা ফ্রান্সে বিরোধী গোষ্ঠীর ২৬০০ নেতা ও সমর্থককে গ্রেফতার করা হল কোনও আইনের পরোয়া না করেই। সারা প্যারিসের পোস্টারে ছয়লাপ করে দেওয়া হল— দেশকে বাঁচাও! নেপোলিয়নকে সমর্থন করো! নেপালিনয়ই সঙ্কট-কবলিত দেশের একমাত্র ত্রাতা।

২০ ডিসেম্বর গণভোট নেওয়া হল তাঁর কার্যকাল বাড়ানোর জন্য। ৭৫ লক্ষ ভোট পড়ল নেপোলিয়নের পক্ষে। নেপোলিয়ন ঘোষণা করলেন, আমি বিপ্লবের যুগের অবসান ঘটিয়েছি। প্যারিসের শ্রমিকরা অবশ্য এই কু দেতা প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিল। সৈন্যদের গুলিতে যাঁরা প্রাণ হারালেন তাঁদের অধিকাংশ শ্রমিক। ২৬০০ শ্রমিক ও তার নেতাদের গ্রেফতার ও নির্বাসন দেওয়া হল। দেলেসক্লুজ, লেদ্রু রোলাঁ, লুই ব্লাঁ সহ বহু সমাজতন্ত্রী নেতাদের নির্বাসিত করা হল।

১৮৫২ নভেম্বরে আরও এক গণভোটের আড়ালে বংশানুক্রমিক সম্রাটতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনলেন লুই বোনাপার্ট। আনুষ্ঠানিক ভাবে দ্বিতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করলেন। লুই বোনাপার্ট নিজেকে তৃতীয় নেপোলিয়ন হিসাবে ঘোষণা করলেন। এবার ভোট পেলেন ৭৮ লক্ষ। মার্ক্স বললেন, দ্বিতীয় সাম্রাজ্য শৃঙ্খলা পার্টি মার্কা প্রজাতন্ত্রেরই জারজ সন্তান!

১৮৫১ থেকে ১৮৬৮ পর্যন্ত সতেরো বছরের ইতিহাসে অর্থাৎ, তৃতীয় নেপোলিয়নের রাজত্বকালে, সমস্ত দিক থেকে দেশের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠেছিল। ১৮৫০ এর পর ফ্রান্সের অর্থনীতির অগ্রগতি যে দ্রুত হারে ঘটছিল ষাটের দশকে এসে তা থমকে গেল। উৎপাদন শিল্প, ব্যাঙ্ক, জাহাজ প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে মন্দার ছায়া ঘন হয়ে এল। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের কারণে বস্ত্রশিল্পে নিদারুণ সঙ্কট দেখা দিল। রেশমকীটের মড়কে রেশম শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হল। আঙুরের বাগিচায় ফসল নষ্ট হল এক ধরনের পোকার আক্রমণে। যুদ্ধের রটনা বিনিয়োগকারীদের দ্বিধাগ্রস্ত করে তুলল। নেপোলিয়নের অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক ধনকুবেরদের ব্যবসা লালবাতি জ্বালল। পুঁজিবাদের এই সংকটে শ্রমিক মেহনতি জনতা এবং বিভিন্ন পেশায় লিপ্ত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠল। 'উদীয়মান' ধনকুবেরদের মুনাফা মার খেতে থাকল। সব দিক

থেকেই সরকারের ওপর চাপ বাড়তে থাকল।

শ্রেণি সংগ্রামের মার্কসবাদী বিপ্লবী তত্ত্ব শোষিত শ্রেণির মধ্যে তখনও সেভাবে বিস্তারলাভ করতে পারেনি। জনতার মধ্যে যে সকল শক্তি কিছুটা প্রভাব বিস্তারে ক্রমশ সমর্থ হচ্ছিল, তাদের মধ্যে একদিকে ছিলেন প্রুধোঁর সমর্থকরা, ছিলেন ব্ল্যাঙ্কির সমর্থকরা ও অপর কয়েকজন আন্তর্জাতিকের কেন্দ্রীয় সংস্থার সদস্য। এ ছাড়া পূর্বতন জ্যাকোবিনদের কয়েকজন উত্তরসূরীও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়েছিলেন। এ সময়ে বুদ্ধিচর্চা আর শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপের বাড়াবাড়ির কারণে একদিকে দেশের বুদ্ধিজীবীরা, অন্য দিকে যুব সম্প্রদায়ের এক বিরাট অংশ সামাজিক ও রাষ্ট্রিক পরিবেশ সম্পর্কে ক্রমশই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল।

বুদ্ধিজীবীদের এক অংশ অন্যায় শাসন ও শোষণে ক্লিষ্ট দেশের শ্রমিক মেহনতি মানুষের সঙ্গে কিছুটা একাত্মতা অনুভব করলেও বা উদারনৈতিক মনোভাবাপন্ন হলেও মূলত বুর্জোয়া চিন্তাধারার মধ্যেই আবদ্ধ ছিলেন তাঁরা। ফলে একদিকে যেমন সেই সময়কার সমাজতান্ত্রিক ভাবধারাকে তারা পুরোপুরি মেনে নিতে পারেননি, তেমনি পূর্বতন যুগের জ্যাকোবিন চিন্তাধারার উত্তরসূরী নয়া জ্যাকোবিন চিন্তাধারাতেও পুরোপুরি আকৃষ্ট হয়ে উঠতে পারেননি। এদের অধিকাংশই ব্লাঙ্কির অনুগামী হন। আবার কেউ কেউ প্রুঁধোর চিন্তাধারায়ও প্রভাবিত হয়ে ওঠেন। এঁরাই পরবর্তীকালে প্যারি কমিউনের প্রতিষ্ঠায় ও তার পরিচালনায় এবং নেতৃত্বে মূখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন।

ব্ল্যাঙ্কি ছিলেন নৈরাজ্যবাদী। শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী ক্ষমতায় তাঁর আস্থা ছিল না। শ্রেণি সংগ্রামের তত্ত্ব তিনি সঠিকভাবে বোঝেননি। যদিও সংগ্রামে তিনি এবং তাঁর অনুগামীরা আন্তরিক ছিলেন। তাই ব্লাঙ্কির শিষ্যদের অনেকেই পরে মার্কসের চিন্তাধারা গ্রহণ করেন। প্রুঁধোও বুর্জোয়া ব্যবস্থার উচ্ছেদের কথা ভাবেননি। সেটা বুঝেছিলেন একমাত্র মার্ক্স।

যদিও ফরাসি দেশে ১৯ শতকের তৃতীয়াংশে বেশ কিছুটা শিল্পায়ন ঘটেছিল, তা সত্ত্বেও বিরাট বিরাট কলকারখানার মাধ্যমে শ্রমিকরা বিপুল সংখ্যায় সংগঠিত হয়ে উঠতে পারেনি। কারখানাগুলিতে শ্রমিকের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম। শ্রমিকদের মজুরি ১৮৫৭ থেকে ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকলেও জিনিসপত্রের দাম প্রভূত পরিমাণে বেড়ে যাওয়ায় তাদের ক্রয়ক্ষমতা যথেষ্ট কমে যায়। শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থা ক্রমশই খারাপ হয়ে উঠেছিল। তা সত্ত্বেও জুন সংগ্রামের (১৮৪৮) ব্যর্থতার পর বহুদিন পর্যন্ত 'সমাজতন্ত্র' নিয়ে কেউ খোলাখুলি আলাপ আলোচনায় ভরসা পেতেন না।

## গণঅসন্তোষ এবং শ্রমিক আন্দোলনের জোয়ার

নেপোলিয়ন বুঝেছিলেন, উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে রুখতে হলে, শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করা এবং সেই আন্দোলনকে স্বাভাবিক গতিপথ থেকে অন্য পথে চালানো একান্ত প্রয়োজন। সে কারণে তিনি প্রুঁধোর কিছু কিছু ধারণার ব্যবহারিক প্রয়োগ ঘটালেন— তৈরি হল শ্রমিক সমবায়। অবশ্য আর্থিক দায়দায়িত্ব সরকারের কর্তৃত্বাধীন ব্যাঙ্কের উপরেই ন্যস্ত হল। এ সময়ে শ্রমিকরা একাধিক ইউনিয়ন স্থাপন করেছিল। আন্তর্জাতিকের সদস্য ভার্লিন প্রতিষ্ঠা করলেন বুক বাইন্ডার ইউনিয়ন, শ্রমিক নেতা কামোলিলাট স্থাপন করলেন ধাতু শ্রমিকদের ইউনিয়ন। ধর্মঘট রোখার যে আইন চালু ছিল, অবস্থার চাপে পড়ে সরকার তা বাতিল করতে বাধ্য হল। এ সময়ে দশটি বড় বড় ধর্মঘট সংগঠিত হল। ধর্মঘট আইনসঙ্গত হওয়া সত্ত্বেও সরকার মালিকদের সাহায্য করার জন্য সেনাবাহিনী পাঠাল।

ক্রমশ কয়েকজন সচেতন, চিন্তাশীল ও দৃঢ়চেতা ব্যক্তি এ আন্দোলনের নেতৃত্বে এলেন এবং এঁদের প্রচেষ্টায় সমগ্র প্যারিস শহরের শ্রমিকদের এক সপ্তমাংশ প্রথম আন্তর্জাতিকের প্যারিস শাখার সদস্য হলেন।

এদিকে দেশের অবস্থা ক্রমশই সঙ্গীন থেকে আরও সঙ্গীন হয়ে উঠল এবং তা ক্রমশ লুই নেপোলিয়নের আয়ত্তের বাইরে চলে গেল। গ্রামীণ কায়েমি স্বার্থ ও মধ্যবিত্ত চাষি সম্প্রদায়ের যে অংশ তাঁকে সমর্থন করেছিল, শহরের নয়া ধনকুবেরদের উপরে তাঁকে কিছুটা নির্ভরশীল হতে হওয়ায় তারা ক্রমশ তাঁর বিরোধী হয়ে পড়ল। এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানো তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। এদিকে শ্রমিক অসন্তোষ ও বিক্ষোভ আর চাপা রইল না। তারা সংগঠিতভাবে যে ধর্মঘটগুলোকে সফল করল, তা সরকারের ভিত নাড়িয়ে দিল।

## প্রুশিয়ার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা

এ অবস্থায় শেষপর্যন্ত লুই নেপোলিয়ন যা করলেন তা হলো 'জুয়াড়ির শেষ দান'— আজকের বুর্জোয়া রাষ্ট্রেও প্রায়শই আমরা তা প্রত্যক্ষ করি। দেশের আভ্যন্তরীণ সঙ্কটকে আশু ধামা চাপা দিয়ে জনগণের দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৮৭০ এর ১৯ জুলাই তিনি প্রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসলেন।

মার্ক্স-এঙ্গেলস জার্মান শ্রমিক শ্রেণিকে আহ্বান জানিয়ে বললেন, এই যুদ্ধ যতক্ষণ তৃতীয় নেপোলিয়নের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে, ততক্ষণ ন্যায়যুদ্ধ হিসাবে

জার্মান শ্রমিক শ্রেণি একে সমর্থন করবে। কিন্তু বিসমার্ক যে মুহূর্তে এই যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করে ফরাসি জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত করবে, সেই মুহূর্তে জার্মান শ্রমিক শ্রেণিকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। এই বক্তব্যের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদ ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কে দুটি অভিভাষণ প্রকাশ করে। ফ্রান্স ও জার্মানির শাসকরা সেদিন যে ভাবে উগ্র জাতীয়তাবাদের আগুন জ্বালিয়েছিল তার বিরুদ্ধে জার্মান ও ফরাসি শ্রমিকদের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধকে মার্কস ও এঙ্গেলস সমর্থন করেন এবং তাদের উদ্বুদ্ধ করেন। মার্কস-এঙ্গেলসের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আন্তর্জাতিকের প্যারিস শাখা এ যুদ্ধের তীব্র বিরোধিতা করল। ফরাসি, জার্মান ও স্পেনীয় শ্রমিকদের আহ্বান জানাল দুই সাম্রাজ্যলোলুপ চক্রের এই যুদ্ধের বিরোধিতা করার জন্য। বার্লিনে সেদিন জার্মানির কমিউনিস্ট নেতা লিবনেখট আর বেবেল যুদ্ধ প্রসঙ্গে ভোটাভুটিতে যোগ দেননি। তাঁরা নেপোলিয়ন আর বিসমার্কের মধ্যে কাউকে সমর্থনযোগ্য মনে করেননি। যুদ্ধ-ঋণের পক্ষে ভোট না দেওয়ার জন্য বেবেল আর লিবনেখটের জেল হল। জার্মানির এক সোস্যালিস্ট কাগজে যুদ্ধের স্বরূপ উদঘাটন করে লেখা হয়, "জার্মান সাম্রাজ্যবাদ ও ফরাসি সাম্রাজ্যবাদ নিজেদের মধ্যে লড়াই করে মরুক। তাদের রসদ জোগাক ডিভিডেন্ট-শিকারিরা। আমরা সর্বহারারা এই যুদ্ধের মধ্যে নেই।"

প্রুশিয়ার সৈন্যসংখ্যা ফ্রান্সের থেকে অনেক বেশি ছিল। অস্ত্রবল এবং সামরিক কৌশলেও ছিল উন্নত। প্রুশিয়া যখন যুদ্ধের জন্য সব দিক থেকে প্রস্তুত তখন ফ্রান্সের সেনাবাহিনীতে প্রবল বিশৃঙ্খলা। ফলে একটির পর একটি যুদ্ধে সরকার পরাস্ত হতে থাকল। ২ সেপ্টেম্বর সম্রাট নেপোলিয়ন ৮৪ হাজার সৈন্য, সাতাশশো অফিসার আর তিরিশ জন জেনারেল সহ সেডানের যুদ্ধক্ষেত্রে জার্মান বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। ফ্রান্সে নেপোলিয়ন যুগের অবসান হল।

## কমিউন প্রতিষ্ঠার দাবি

৪ঠা সেপ্টেম্বর দেশের শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের এক বিরাট জনতা রিপাবলিক প্রতিষ্ঠার পক্ষে ধ্বনি দিতে দিতে প্যারিসে সংসদ ভবনে প্রবেশ করল। এ সময়ে জনতার হাতে যে সব পোস্টার ছিল তাতে কমিউন প্রতিষ্ঠার পক্ষে দাবি জানানো হয়েছিল। জেনারেল ত্রশ্যুর নেতৃত্বে একটি অস্থায়ী সরকার গঠিত হল। এই সরকার থেকে অত্যন্ত চালাকির সাথে 'লালদের' বাদ দেওয়া হল।

৯ সেপ্টেম্বর কার্ল মার্ক্স প্যারিসের শ্রমজীবী জনগণকে সতর্ক করে বললেন, ফ্রান্সের সর্বহারা শ্রেণি ভয়ঙ্কর অসুবিধাজনক পরিস্থিতির মধ্যে এগিয়ে

চলেছে। ... নাগরিক হিসাবে ফ্রান্সের শ্রমজীবী জনগণকে অবশ্যই তাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে, কিন্তু সাথে সাথে তাদের লক্ষ্য রাখতে হবে তারা যেন জাতীয় আবেগে ভেসে না যায়। ... অতীতের পুনরাবৃত্তি ঘটালে চলবে না। তাদের গড়ে তুলতে হবে ভবিষ্যতকে। প্রজাতন্ত্র যে স্বাধীনতা দিয়েছে তাকে শান্তচিত্তে, দৃঢ়তার সাথে তারা ব্যবহার করুক, ব্যবহার করুক নিজেদের শ্রেণি সংগঠন গড়ে তোলার জন্য। ফ্রান্সের পুনরুত্থানের জন্য এ তাদের অসীম শক্তি দেবে, অসীম শক্তি দেবে আমাদের সবার যা সাধারণ কর্তব্য সেই শ্রমের মুক্তির কাজে। তাদের শক্তি ও প্রজ্ঞার উপর ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

২০ সেপ্টেম্বর প্রুশীয় বাহিনী বিনা বাধায় ফ্রান্সে ঢুকে ভার্সাই দখল করে নিল। ২৬ সেপ্টেম্বর প্যারিকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল। অবরুদ্ধ প্যারি গোটা ফ্রান্স থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল।

বিসমার্কের সাথে অস্থায়ী সরকারের সব শান্তি আলোচনা ব্যর্থ হল। প্যারির শ্রমিক-জনতা কিন্তু প্রুশীয় বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য মানসিক ভাবে প্রস্তুত হয়ে উঠল। প্যারি রক্ষার জন্য দৈনিক ১.৫ ফ্রাঁ পারিশ্রমিকে সাড়ে তিন লক্ষ মানুষ ন্যাশনাল গার্ডে নাম লেখাল। এই ঘটনা দেখিয়ে দিল, ঠিক মতো উদ্যোগ নিলে ফরাসি সৈন্যবাহিনীর সৈন্য সংখ্যা জার্মানির সমান হতে পারত। কুড়িটা মহল্লার প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হল ন্যাশনাল গার্ডের কেন্দ্রীয় কমিটি। তারা দাবি জানাল, পৌর নির্বাচন আর সংবাদপত্রের অবাধ স্বাধীনতা। বলল, পৌরসভার হাতে ছেড়ে দিতে হবে ম্যাজিস্ট্রেট আর পুলিশের নিয়ন্ত্রণভার। দাবি তুলল, শত্রুর কাছে ফ্রান্সের একটি অংশও ছেড়ে দিয়ে আত্মসমর্পণ করা চলবে না।

কিন্তু অস্থায়ী সরকার জার্মান অবরোধ ভাঙার কোনও আন্তরিক চেষ্টাই করল না। নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে পড়ে থাকল অবরুদ্ধ প্যারি। মানুষের ক্ষোভ বাড়তে থাকল। এমন সময় শোনা গেল, তিয়ের (পরবর্তীকালে ভার্সাই সরকারের প্রধান) কূটনৈতিক আলোচনা সেরে বিদেশ থেকে ফিরে এসেছেন। শিল্পসমৃদ্ধ আলশাস এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে সন্ধি করার জন্য সরকারের উপর চাপ দেওয়া হচ্ছে। ক্ষোভে ফেটে পড়ল প্যারি। ওতেল দ্য ভিল— প্যারির টাউন হল। দলে দলে জনতা আর ন্যাশনাল গার্ডের লোকরা টাউন হলের দখল নিয়ে নিল। স্লোগান তুলল, বিশ্বাসঘাতক সরকার নিপাত যাক। কমিউন দীর্ঘজীবী হোক।

বুর্জোয়াদের আস্থাভাজন সেনাবাহিনী দ্রুত টাউন হলে পৌঁছে পরিস্থিতি বদলে দিল। ব্লাঙ্কি সহ শ্রমিক নেতারা গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন। তাঁদের জেলে পাঠানো হল। ন্যাশনাল গার্ডের ষোল জন ব্যাটেলিয়ন কমান্ডারকে বরখাস্ত করা

হল। তাদের মধ্যে ছিলেন কার্ল মার্ক্সের ভাবী জামাতা লোঁগে।

নেতারা জেলে, কিন্তু লাল পত্রপত্রিকা, ক্লাব সবই পুরোদমে সক্রিয়। সরকারের অপদার্থতার বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণ অব্যাহত থাকল। দাবি উঠতে থাকল, ন্যাশনাল গার্ড আর জনসাধারণের উপর ছেড়ে দাও প্রতিআক্রমণের ভার। সর্বত্র লাল পোস্টার দেখা গেল— এই সরকারকে হটিয়ে দিয়ে কমিউন গড়ে তোল। অন্য দিকে বুর্জোয়াদের মধ্যে লাল আতঙ্ক আবার ছড়াতে থাকল। তারা বলতে থাকল, 'ব্লাঙ্কির চেয়ে বিসমার্ক ভাল'।

অনেক সময় নষ্ট, বেশ কয়েকটি প্রচেষ্টা, অনেক ক্ষয়ক্ষতির পর জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকার শেষবারের মতো পাল্টা আক্রমণের পরিকল্পনা করল। এর মধ্যে একটা শয়তানি ছিল। ঠিক করল, এ বারের আক্রমণে নাশনাল গার্ড প্রধান অংশ নেবে। আক্রমণের জন্য বেছে বেছে প্রুশিয়ার সবচেয়ে সুরক্ষিত অংশটি বাছা হল। যুদ্ধে প্রুশিয়দের হতাহতের সংখ্যা সাতশ, ফরাসিদের চার হাজার। তার মধ্যে দেড় হাজার গার্ড। প্যারির শ্রমিক মহল্লাগুলো নাশনাল গার্ডদের অহেতুক মৃত্যুর মুখে ঠেলে পাঠানো নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়ল। শুরু হল অবরোধের সময়ে সবচেয়ে হিংস্র বিক্ষোভ। সরকারের প্রধান হিসাবে ত্রশ্যুকে সরে যেতে হল।

## বিপ্লব আসন্ন

বিপ্লব আসন্ন— এই আতঙ্ক প্রতিটি বুর্জোয়ার মনে বাসা বেঁধেছে। বুর্জোয়ারা বুঝল, দুটো ফ্রন্টে লড়াই আর নয়। অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি প্রয়োজন। ২৭ জানুয়ারি বিসমার্কের সাথে সন্ধি হল। শর্ত— পাঁচশো কোটি ফ্রাঁ ক্ষতিপূরণ, আলশাস পুরো আর মেৎসের দুর্গগুলি সব লোরেনের বেশির ভাগ জার্মানির দখলে যাবে। অবিলম্বে ফ্রান্সে নির্বাচন হবে এবং নবনির্বাচিত আইনসভা পাকাপাকি ভাবে সন্ধির শর্ত অনুমোদন করবে। দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বিসমার্কের থেকে মাত্র এক ডিভিশন সৈন্য রাখার অনুমোদন পাওয়া গেল।

প্যারিসের মানুষ কিন্তু জার্মানির বিসমার্ক আর ফরাসি শাসক তিয়েরর মধ্যে হওয়া সন্ধিচুক্তিটাকে ফরাসি জাতির প্রতি জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকারের বিশ্বাসঘাতকতা হিসাবেই দেখল। শ্রমিক নেতাদের বেশিরভাগই তখন ৩১ অক্টোবরের বিক্ষোভের জেরে বন্দি হয়ে জেলে। প্রুশীয়রা ক্রমাগত এগিয়ে আসছে প্যারিসের দিকে। সেই সময় তিয়ের, ত্রশ্যুর মতো নেতাদের ক্ষমতা দখলটাকে প্যারিসের মানুষ মেনে নিয়েছিল পরিষ্কার এই শর্তে যে, একমাত্র জাতীয় প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যেই সেই ক্ষমতা ব্যবহার করা হবে। প্যারিসকে রক্ষা

করতে হলে কিন্তু তার শ্রমিক শ্রেণিকে অস্ত্রসজ্জিত করা, কার্যকরী শক্তি হিসাবে তাদের সংগঠিত করা, যুদ্ধের ভিতর দিয়েই তাদের সুশিক্ষিত করে তোলা ছাড়া চলে না। অথচ অস্ত্রসজ্জিত প্যারিস মানেই অস্ত্রসজ্জিত বিপ্লব। প্রুশীয় আক্রমণকারীদের উপর প্যারিসের জয়লাভের অর্থ ফরাসি পুঁজিপতি ও তাদের রাষ্ট্রীয় পরগাছাদের উপর ফরাসি শ্রমিক শ্রেণির বিজয়। জাতীয় কর্তব্য ও শ্রেণি-স্বার্থের এই সংঘর্ষে জাতীয় প্রতিরক্ষার সরকার এক মুহূর্তও দ্বিধা করল না জাতিদ্রোহী সরকার হয়ে উঠতে।

আসলে শুরু থেকেই এই সরকারের গোপন পরিকল্পনা ছিল প্যারিসকে আত্মসমর্পণ করানোর। আর এই ষড়যন্ত্র আড়াল করতে প্যারিসের শাসনকর্তা ত্রশ্যু এবং পররাষ্ট্র সচিব জুল ফাভর ক্রমাগত আস্ফালন করে গেছে, 'কখনওই আত্মসমর্পণ করা হবে না', 'আমাদের এক ইঞ্চি জমি বা দুর্গগুলির একটি ইটও শত্রুকে ছাড়া হবে না।'

১৮৭১-এর ২৮ জানুয়ারি অবরুদ্ধ প্যারি আত্মসমর্পণ করল। এঙ্গেলস বলেছেন, কিন্তু আত্মসমর্পণ এমন মর্যাদায় যা যুদ্ধের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। দুর্গগুলি সমর্পণ করা হল, নগরীর প্রাচীর থেকে কামানগুলি সরিয়ে ফেলা হল, সরকারি সেনাবাহিনীর অস্ত্র তুলে দেওয়া হল বিজয়ী বাহিনীর হাতে আর তারা গণ্য হল যুদ্ধবন্দি হিসাবে। কিন্তু প্যারির প্রলেতারিয়েতদের নিয়ে গঠিত জাতীয় রক্ষিবাহিনী তাদের অস্ত্র আর কামান হাতছাড়া করল না।

## নতুন অস্থায়ী সরকার

সন্ধির শর্ত অনুসারেই ৮ ফেব্রুয়ারি ফ্রান্স জুড়ে জাতীয় সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। প্যারি এবং কয়েকটি শহর ছাড়া রক্ষণশীলরা, রাজতন্ত্রীরা নিরঙ্কুশ প্রাধান্য পেল। গ্রামের ভোটাররা, কৃষকরা এই যুদ্ধ আর চালিয়ে নিয়ে যেতে চায়নি। তারা চেয়েছিল যে-কোনও মূল্যে শান্তি। নির্বাচনে তারই প্রতিফলন ঘটল। এই রায় যুদ্ধ বিরতির পক্ষে রায়, প্রজাতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে, 'লাল'দের মাথাচাড়া দেওয়ার বিরুদ্ধে রায়। কিন্তু প্যারি তার মর্যাদা রক্ষা করল। প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত করল ৪৮-এর নায়কদের— লুই ব্লাঁ, গারিবল্ডি, ভিক্টর হুগো, গামবেতা, দেলসক্লুজ, পিয়ে, রোশোফোর। নির্বাচিত হতে পারলেন না শুধু ব্লাঙ্কি।

বিপুল ভোটে নির্বাচিত হলেন তিয়ের। রাজতন্ত্রীদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও তিয়েরই নতুন মন্ত্রিসভার প্রধানরূপে নির্বাচিত হলেন। এই তিয়ের সম্পর্কে মার্ক্স বলেছিলেন, ফরাসি বুর্জোয়াদের শ্রেণিকলুষের চরম বুদ্ধিগত

প্রকাশ। সর্বদাই পুঁজির কাছে শ্রমের দাসত্ব— এই হল তিয়েরের নীতির মূল কথা।

তিয়েরের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা কাজ শুরু করল— প্যারিসে নয়— বোর্দোতে। প্যারিসকে তারা বিশ্বাস করে না। তাদের প্রথম কাজ হল প্যারিসকে শিক্ষা দেওয়া।

আইনসভার প্রথম অধিবেশনে গ্যারিবল্ডিকে ভাষণ দিতে দেওয়া হল না। তিনি বিদেশি এই অজুহাতে। ইতালির স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিসংবাদী এই নেতা এসেছিলেন ফরাসিদের মুক্তিসংগ্রামে সহায়তা করতে। ভিক্টর হুগো বক্তৃতা দিতে উঠলে তাঁকে অপমান করা হল। হুগো পদত্যাগ করলেন। একে একে প্যারির ছজন বামপন্থী সদস্যই পদত্যাগ করলেন। শান্তিচুক্তি বিপুল ভোটে অনুমোদিত হয়ে গেল।

প্যারি শহরের মধ্য দিয়ে জার্মানদের বিজয় মিছিল করার শর্তটি যেন প্যারিবাসীর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে দিল। কিন্তু বিজেতা জার্মান বাহিনীও মূল শহরে ঢোকার সাহস দেখাতে পারল না।

তিয়ের সরকার ১০ মার্চ সিদ্ধান্ত নিল জাতীয় সভা বোর্দো থেকে প্যারিস আসবে না— ভার্সাইতে যাবে। প্যারিসকে রাজধানীর মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে প্রতিশোধ নেওয়া হল।

১১ মার্চ সরকার কতগুলো আইন নিয়ে এল যা প্যারির পেটি বুর্জোয়াদের, নিম্নবিত্ত-কেরানি-দোকানি-কারিগরদের শ্রমিক শ্রেণির দিকে ঠেলে দিল। যুদ্ধ ও অবরোধের জন্য যে সব কর মুলতুবি রাখা হয়েছিল, তা আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে মিটিয়ে দিতে বলল। সমস্ত জমে থাকা ভাড়া বাড়িওয়ালাদের এক্ষুনি শোধ করে দিতে বলল ভাড়াটিয়াদের। ন্যাশনাল গার্ডদের বেতন বন্ধ করে দিল।

জার্মানরা প্যারিসে থাকা ফরাসি কামানগুলো দখল করার আগেই ন্যাশনাল গার্ডরা দুশো কামান দখল করে নিয়েছিল— এইসব কামান জনগণের চাঁদায় কেনা, তাই জনগণের সম্পত্তি।

## প্যারি কমিউনের আবির্ভাব

জানুয়ারির মাঝামাঝি থেকেই শ্রমিক মহল্লাগুলিতে 'কমিউন জিন্দাবাদ' ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। এখানে-ওখানে লাল পতাকা উড়তে দেখা যাচ্ছিল। ৩ মার্চ বাম মনোভাবাপন্ন ব্যাটেলিয়নের প্রতিনিধিদের নিয়ে গড়ে উঠল ন্যাশনাল গার্ডের কেন্দ্রীয় কমিটি। এর ফলে একদিকে তিয়ের সরকারের অনুগত এক ডিভিশন সেনা, অন্য দিকে কেন্দ্রীয় কমিটির উপর আস্থাশীল সাড়ে তিন লাখ ন্যাশনাল

গার্ড— ১৮৭১ এর মার্চের প্রথম দিকেই প্যারিসে গড়ে উঠল দুটি ক্ষমতাকেন্দ্র। তিয়ের সরকারের প্রতি বিরূপ প্যারিবাসী ক্রমশ কেন্দ্রীয় কমিটির উপর আস্থাশীল হয়ে উঠতে থাকল।

ঠিক এই পরিস্থিতিতেই ঘটল প্যারি কমিউনের আবির্ভাব।

তিয়েরের বুঝতে অসুবিধা হয়নি, প্যারির নিয়ন্ত্রণ তার সরকারের হাত থেকে অতি দ্রুত সরে যাচ্ছে। একটি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি জন্ম নিচ্ছে। তার চিন্তার কারণ প্যারিবাসীর হাতের অস্ত্র আর এই কামানগুলো। তিনি জেনারেল ভিনয়কে আদেশ দিলেন ন্যাশনাল গার্ডের থেকে কামানগুলো উদ্ধার করতে। তিয়েরের প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্রের পথে প্যারিই একমাত্র গুরুতর প্রতিবন্ধক। তাই প্রয়োজন হল প্যারিকে নিরস্ত্র করা। ভিনয়কে কামান কাড়ার নির্দেশ দিয়ে তিয়েরই গৃহযুদ্ধ শুরু করে দিলেন।

১৮ মার্চ ভোরবেলা সেনাবাহিনী শহরে ঢুকে পড়ল। কিন্তু প্রথম দিকে সাময়িক কিছু সাফল্য ছাড়া সেনারা ব্যর্থ হল। গোটা প্যারিবাসী এক হয়ে দাঁড়াল তাদের প্রতিরোধে। রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করে মেহনতি জনতা ও ন্যাশনাল গার্ড একত্রে বিপুল বিক্রমে লড়াই চালাতে থাকল। সেনাদের দখল করা কামানগুলি ছিনিয়ে নিল তারা। বিপুল জনতা সেনাদের ঘিরে ফেলে বোঝাতে থাকাল, তোমরা কেন এই জঘন্য কাজ করতে এসেছ? যারা তোমাদের পাঠিয়েছে তারা দেশকে জার্মানির কাছে বেচে দিয়েছে, তারা আবার দেশে রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে চায়। সহস্র মানুষের উতপ্ত আবেগের সম্মোহনী প্রভাবে শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়ল গরিব ঘরের ছেলে এই সব সোনারা। মোঁমার্ত্র, বাস্তিল, বেলভিল প্রভৃতি নানা জায়গায় উপরওয়ালার হুকুম অমান্য করে সেনাবাহিনী জনতার সঙ্গে একত্রে স্লোগান দিতে থাকল— সেনাবাহিনী ও জনগণের মৈত্রী দীর্ঘজীবী হোক, তিয়ের-ভিনয় নিপাত যাক। প্রায় সব কামানই জনগণের হাতে থেকে গেল, আরও পাওয়া গেল সেনাদের কাছ থেকে হাজার হাজার আধুনিক রাইফেল। তিয়ের চিন্তিত হয়ে পড়লেন— দ্রুত সৈন্যদের সরিয়ে না ফেললে বিদ্রোহীদের সংস্পর্শে তারা হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। ফলে সরকারকে ভার্সাইয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত। তিয়ের সহ মন্ত্রীরা দ্রুত প্যারিস ছাড়লেন। তাদের সাথে প্যারিস ছাড়ল মধ্যবিত্তদের একটা অংশ। এর ফলে ন্যাশনাল গার্ডে শ্রমিকদেরই সংখ্যাধিক্য ঘটল।

## কমিউনের প্রতিষ্ঠা

অতি দ্রুত বিপ্লবী কেন্দ্রীয় কমিটি প্যারিতে সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করল।

মার্কসের ভাষায় "মেহনতি মানুষের মহান বিপ্লব ১৮ মার্চ প্যারিসে পূর্ণ কর্তৃত্ব দখল করল।"

এখানে একটি কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই মহান সংগ্রামে পরবর্তীকালে কমিউন রক্ষার লড়াইয়ে মহিলারা এক বিরাট ভূমিকা পালন করেছেন।

এই সংগ্রামে দিমিত্রিয়েভা ও লুই মিশেল নামে দুই শিক্ষিকার নেতৃত্বে একটি সংগ্রামী মহিলা রক্ষী বাহিনী সংগঠিত হয়। এই রক্ষী বাহিনী প্রধানত প্রতিরক্ষার কাজে নিযুক্ত হবে ঠিক হলেও, আক্রমণাত্মক যুদ্ধেও এই বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কমিউন প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে মহিলাদের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রত্যক্ষ করেছেন এমন একজন বুর্জোয়া সাংবাদিক একটি ইংরেজি দৈনিকে সে সময়ে লিখেছিলেন, "যদি ফরাসি জাতি শুধু নারীদের নিয়ে তৈরি হয়, তবে সে কী প্রচণ্ড শক্তিশালী হবে!"

পরিস্থিতির যে এত দ্রুত এবং এমন পরিবর্তন ঘটবে তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। বামপন্থী নেতারাও নয়। তাঁরা ভাবতেও পারেননি এমন করে হঠাৎ ক্ষমতা হাতে চলে আসবে। প্যারির দক্ষিণ ফটক দিয়ে ভিনয় সসৈন্যে মার্চ করে বেরিয়ে গেল। আটকানোর কথা কারও মনেও হল না। কেন্দ্রীয় কমিটি পলাতক সরকারের দপ্তরগুলি একের পর এক দখলে নিয়ে নিল। ওতেল দ্য ভিল এখন কেন্দ্রীয় কমিটির সদর দপ্তর। ১৭৯৩ এর পর এই প্রথম বিপ্লবীরা প্যারির একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হল।

মার্ক্স বললেন, সম্রাটতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত কমিউন। কমিউন সামাজিক মুক্তির রাজনৈতিক রূপ। শ্রমিকদেরই তৈরি। শ্রমের উপায়ের উপরে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের দখলদারির থেকে শ্রমের মুক্তির ধরন।

কেন্দ্রীয় কমিটির উপর ন্যস্ত হল এক বিরাট দায়িত্ব। কমিটিতে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে দুই একজন আন্তর্জাতিকের সদস্য ছাড়া বাকিদের কারওরই তেমন রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ছিল না। তা সত্ত্বেও কমিটির চেয়ারম্যান ক্রিসেট ও ধর্মঘটের নেতা অ্যাসির তত্ত্বাবধানে যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হল, তা মেহনতি মানুষের সরকার। আনুষ্ঠানিকভাবে কমিউন তখনও ঘোষিত না হলেও তখন থেকেই কমিউনের রাজত্বের শুরু বলা যায়। ১৯ মার্চ শুরু হল এক নবযুগ। প্যারি-অভ্যুত্থানের খবর চারপাশে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্যারিতে আনুষ্ঠানিক ভাবে কমিউন প্রতিষ্ঠার আগেই লিয়ঁ, নারবুগে প্রভৃতি শহরে কমিউনের প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়।

কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে ২১ মার্চ এক ঘোষণায় বন্ধকী দোকানের

জিনিসপত্রের নিলাম করা নিষিদ্ধ করা হল। অভাবের তাড়নায় শ্রমিক পরিবারের নিত্যব্যবহার্য জিনিসও বাঁধা পড়ত। মহাজনের দেনা শোধ করার জন্য খাতকদের আরও সময় মঞ্জুর করা হল। বাড়িওয়ালারা আর ভাড়া বাকির জন্য ভাড়াটেদের উচ্ছেদ করতে পারবে না। এই ঘোষণাগুলি শ্রমিক ও গরিব জনতাকে কমিউনের আরও ঘনিষ্ঠ করে তুলল। কমিউনের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত বিদেশিদের নির্বাচন বৈধ ঘোষণা করা হল। কমিটি এক আদেশে জুয়াখেলা নিষিদ্ধ করে দিল। তিয়ের সরকারের সাথে উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা সব ভার্সাই পালিয়ে গেছে। সরকারের কাজে এক চরম বিশৃঙ্খল অবস্থা তৈরি হয়েছে। কিন্তু নতুন সরকার জনগণের সক্রিয় সহযোগিতায় অতি দ্রুত সব বিভাগের কাজ চালু করতে সক্ষম হল। প্যারির জীবন আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে এল।

সরকার চালাতে কমিউনের নেতারা ধনকুবের রথচাইল্ডের মাধ্যমে ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্স থেকে দশ লক্ষ ফ্রাঁ ধার নিলেন। ব্যাঙ্ক কেন দখল করা হল না, এই প্রশ্নটি পরবর্তী সময়ে মার্ক্স লেনিন উভয়েই তুলেছেন। তাঁদের মতে ব্যাঙ্ক যদি কেন্দ্রীয় কমিটির দখলে আসত তা হলে ফ্রান্সের বুর্জোয়া শ্রেণির নাভিশ্বাস উঠত— তারা তিয়েরকে প্যারির শাসকদের কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য করত।

বিপ্লবী সরকার ক্ষমতায় আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নির্বাচনের মারফত নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে তৎপর হয়ে ওঠে। এত শীঘ্র নির্বাচন মারফত ক্ষমতা হস্তান্তর করা যুক্তিযুক্ত ছিল কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন আছে।

২৬ মার্চ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। বিপ্লবী, মডারেট, সোস্যালিস্ট, অ্যানার্কিস্ট সকলেই নির্বাচিত। নির্বাচিতদের মধ্যে রয়েছেন সব পেশার মানুষ— শ্রমিক, কেরানি, ছোট ব্যবসাদার, সাংবাদিক, লেখক, চিত্রকর। দু-দফায় নির্বাচনের পরে নির্বাচিত ৯২ জন সদস্যের ভিতরে ১৭ জন প্রথম কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সদস্য। ২১ জন শ্রমিক, ৩০ জন লেখক, শিল্পী, সাংবাদিক এবং ১৩ জন কেরানি। বিখ্যাত শিল্পী কুরবে অন্যতম সদস্য ছিলেন। ব্লাঙ্কি নির্বাচিত হলেও জেলে থাকায় সক্রিয় অংশগ্রহণে সক্ষম হননি। ছিলেন পঁটিয়ে, পরবর্তীকালে যিনি বিখ্যাত আন্তর্জাতিক সঙ্গীতটি রচনা করেছিলেন। আর ছিলেন লঁগে (কার্ল মার্ক্সের জামাতা)।

৯২ জন নির্বাচিত সদস্যের মধ্য থেকে— যুদ্ধ, অর্থ, খাদ্য সরবরাহ, পররাষ্ট্র, শ্রম, বিচার, স্বাস্থ্য, জনসংযোগ ও আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ন'জনকে নিয়ে কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়। এই পরিচালকমণ্ডলীর অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন ব্লাঙ্কি আর প্রুধোঁর অনুগামী।

২৮ মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে হোটেল 'দিন ভিই'-তে কমিউন প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করা হল। সমগ্র শহরে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। প্রতিষ্ঠিত হল ইতিহাসের পাতায় এক নতুন রাষ্ট্র। সৃষ্টি হল শ্রমিক-মেহনতি মানুষের সর্বপ্রথম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিপুল সম্ভাবনার।

জন্মমুহূর্ত থেকে কমিউন অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে রত। তারই সঙ্গে প্রবল উৎসাহে দুনিয়াকে বদলানোর জন্য কমিউন দৃঢ়সঙ্কল্প। ২৮ মার্চ চার্লস বেলের সভাপতিত্বে কমিউনের প্রথম অধিবেশন বসে। তারপর থেকেই একের পর এক আইন পাস হতে থাকে। এই সব আইন, অর্ডিন্যান্স, ঘোষণা কমিউনের শ্রমিক চরিত্রকে স্পষ্ট করেছিল, যা প্রজাতন্ত্রের ঘোষণা— সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, যা শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্রের এক রূপরেখা তৈরি করে দিয়েছিল।

## কমিউনের বিপ্লবী কার্যক্রম

স্বল্পকালের মধ্যেও যে সব উল্লেখযোগ্য কাজ কমিটি সম্পন্ন করতে পেরেছিল, তার মধ্যে রাজনৈতিক দিক থেকে দু'টি কার্যক্রম যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বতন রাষ্ট্রের ভাড়াটে সৈন্যকে পুরোপুরি বরবাদ করে দিয়েছিল কমিউন। তার জায়গায় তৈরি করেছিল জাতীয় রক্ষী বাহিনী, যেটা তখন সে যুগের মতো করে গণফৌজের রূপ নিয়েছিল। যে কোনও নাগরিক অস্ত্র ধারণে সক্ষম হলেই তাকে রক্ষীবাহিনীতে গ্রহণ করা হয়। ভাড়াটে সৈন্যের উপরে নির্ভর না করে জনগণকে সশস্ত্র করে তুলে তার উপরে রাষ্ট্রের রক্ষাকার্য ন্যস্ত করা নিঃসন্দেহে পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্র ভেঙে ফেলে নতুন রাষ্ট্রযন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে একটি উল্লেখযোগ্য কাজ।

কমিউন গঠিত হওয়ার আগেই কেন্দ্রীয় কমিটি তার অফিসিয়াল জার্নাল মারফত ঘোষণা করেছিল, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের বেশিরভাগটা দিতে হবে যুদ্ধ যারা বাধিয়েছিল তাদেরই। কমিউনের উপর বুর্জোয়াদের রাগ হবে না-ই বা কেন!

দেখা যাক অন্যান্য সব ঘোষণার রূপ কী ছিল ঃ

১) সমস্ত সরকারি কর্মচারীর বেতনের ঊর্ধ্বসীমা ৬ হাজার ফ্রাঁ-তে বেঁধে দেওয়া হল, যা একজন দক্ষ শ্রমিকের পারিশ্রমিকের মোটামুটি সমান। সর্বনিম্ন বেতনের পরিমাণও কমিউন আগের থেকে অনেকখানি বাড়িয়ে দিল। একই ব্যক্তি একাধিক দায়িত্বে থাকলেও বাড়তি সুযোগ-সুবিধা নাকচ করা হল। এই দেখে বিস্মিত বিজ্ঞানী অধ্যাপক হাক্সলি বললেন, ব্রিটেনের মেট্রোপলিটন স্কুল বোর্ডের একজন কেরানিকে সন্তুষ্ট করার জন্য যতটা দরকার এই বেতন তার

এক পঞ্চমাংশের থেকে মাত্র কিছুটা বেশি।

২) শ্রমিকদের উপর জরিমানা ধার্য করা এবং রুটির কারখানার রাতের শিফটে কাজ নিষিদ্ধ হল। শ্রমিকরা এই সিদ্ধান্তকে বিপুল সমর্থন জানাল। আট ঘণ্টা শ্রম-দিবস ঘোষণা করা হল। যদিও রাষ্ট্র পরিচালিত কারখানা এবং প্রশাসনের বহু ক্ষেত্রে শ্রমিক-কর্মচারীরা কমিউনের স্বার্থে বিনা মজুরিতে আরও দু-ঘণ্টা বেশি কাজ করতে থাকলেন।

শ্রম-দপ্তরের উদ্যোগে সিন্ডিকেট চেম্বার্স গঠন করা হল— যার কাজ পরিত্যক্ত কারখানাগুলির দখল নিয়ে শ্রমিক-সমবায়ের মাধ্যমে পরিচালনা করা। যেসব মালিক এতদিন শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে আসছিল তাদের সম্পত্তিচ্যুত করার আদেশ দেওয়া হল। আন্তর্জাতিকের অনুগামী লিও ফ্রাঙ্কেলের নেতৃত্বে খোদ শ্রমিকদের নিয়ে শ্রম-কমিশন গঠিত হল। প্রতি মহল্লায় কর্মসংস্থান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং বেকার শ্রমিকদের সাহায্য দান হল কমিশনের অন্যতম লক্ষ্য।

৩) কৃষি আর কৃষকের সমস্যা নিয়েও কমিউন ছিল সজাগ। কৃষি দপ্তরের ভার ছিল লিও ফ্রাঙ্কেলের বন্ধু জার্মান শ্রমিক ভিক্টর শিলির উপর।

৪) প্যারি রক্ষার সংগ্রামে নিহতেদের বিধবা আর সন্তান-সন্ততিদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিল কমিউন। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হোক বা না হোক, সমস্ত নিহতের স্ত্রীদের বার্ষিক ছশো ফ্রাঁ পেনশন ঘোষণা করা হল। পতিতাবৃত্তি বন্ধের জন্য কমিউন আন্তরিক ভাবে চেষ্টা চালাল।

৫) ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক ঘোষণা করা হল। ঘোষণা করা হল, ধর্ম প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বিষয়। কমিউন নেতাদের মতে, যাবতীয় দুঃখ আর দুর্নীতির মূলে রয়েছে চার্চ। রাষ্ট্রকে চার্চের থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা হল। কতকগুলি চার্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে জনগণের সম্পত্তি হিসাবে ঘোষণা করা হল। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে চার্চের জন্য অর্থ বরাদ্দ বন্ধ করা হল।

৬) নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ভার নেন আন্তর্জাতিকের অনুগামী, একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী ভেলাঁ। শিক্ষাকে ধর্মনিরপেক্ষ, বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক ঘোষণা করা হল। স্কুলে ধর্মীয় প্রতীকের ব্যবহার, নীতিবাক্য উচ্চারণ ও প্রার্থনাসঙ্গীত বন্ধ করে দিল কমিউন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে সব যাজক-শিক্ষক ছিলেন তাদের বরখাস্ত করা হল। কমিউন স্ত্রী-শিক্ষার উপর জোর দিল। যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত নারীদের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে কমিউন বিশেষ কমিশন গঠন করে। কারখানা লাগোয়া নার্সারি খোলা হয়, যাতে কর্মরত মহিলারা সেখানে শিশুসন্তানদের পরিচর্যার জন্য রেখে যেতে

পারেন।

গঠিত হয় বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি। এতদিন মুষ্টিমেয় ধনীরাই কলারসিক বলে পরিচিত ছিল। কমিউন মনে করে সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষ মাত্রেই নান্দনিক দৃষ্টির অধিকারী। লুভর মিউজিয়মের আর্ট গ্যালারি সকলের জন্য খুলে দেওয়া হল।

কুর্বে এবং পতিয়ের নেতৃত্বে গঠিত হয় শিল্পীসংঘ। লেখক, ভাস্কর, চিত্রকর, নট, নাট্যকার শিল্পের সব শাখার গুণী ব্যক্তিরা রয়েছেন তাতে। শিল্পীসংঘ ঘোষণা করল, শিল্পীও একজন শ্রমিক। শ্রমজীবী মানুষ হিসাবে শিল্পী তার কাজের জন্য নিশ্চয় উপযুক্ত পারিশ্রমিক দাবি করতে পারে, কিন্তু কোনও মতেই শিল্পী নিজেকে বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণির মানুষ বলে মনে করবে না।

সমস্ত বিচারক তথা প্রশাসকদের পদকে নির্বাচনভিত্তিক করা হল। অদক্ষ বা অযোগ্য প্রমাণ হলে নির্বাচকদের তাদের প্রতিনিধিদের প্রত্যাহার করে নেওয়ার অধিকার দেওয়া হল। দৈনন্দিন শাসন পরিচালনায় জনগণের ঘনিষ্ঠ ও প্রত্যক্ষ যোগ গড়ে তোলা হল।

স্বল্পকালস্থায়ী কমিউনের এমন সংস্কারগুলির তাৎপর্য ছিল অপরিসীম। রাষ্ট্রযন্ত্রে কমিউন-প্রবর্তিত পরিবর্তনগুলির মধ্যে রয়েছে সর্বহারা একনায়কত্বের দিকে সুস্পষ্ট পদক্ষেপ। অবশ্য শত্রুবেষ্টিত নগরীতে এই সব সিদ্ধান্ত কাজে পরিণত করার ব্যপারটা শুরু করা মাত্র সম্ভব ছিল। মে মাসের গোড়া থেকেই ভার্সাই সরকার ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় সেনাবাহিনী নিয়োগ করতে থাকে। তার বিরুদ্ধে লড়াইতেই কমিউনের সমস্ত শক্তি ব্যয় হতে থাকে।

তিয়েরের বাহিনী যখন ন্যাশনাল গার্ডের কাছে পরাজিত হয়ে ভার্সাইয়ের দিকে পালিয়ে যাচ্ছিল, তখনই দরকার ছিল তাদের পিছনে তাড়া করে তাদের সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করা। ভার্সাই সরকারের সব মন্ত্রীদের গ্রেপ্তার করা। কিন্তু কমিউনের বিপ্লবী নেতাদের অব্যবস্থচিত্ততার দরুন তাঁরা দ্রুত কোনও সিদ্ধান্তই নিতে পারলেন না। দেখতে দেখতে মার্চ মাস কেটে গেল। তিয়ের তার ভেঙে পড়া বাহিনীকে গুছিয়ে নেওয়ার সময় পেয়ে গেল। তিয়েরের বাহিনী যখন প্যারি ছেড়ে চলে যায় তখন ছত্রভঙ্গ বাহিনীর মধ্যে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা। অথচ তিয়েরের এই দুরবস্থার সুযোগ কমিউনের নেতারা নিতে পারলেন না।

কমিউনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ব্রুনেল দ্রুত ভার্সাই অভিযানের জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আর এক সদস্য রিগঁ-ও একই মত দিয়েছিলেন। লুইজ মিশেল চেয়েছিলেন ১৮ মার্চ রাতেই ভার্সাইয়ের দিকে মার্চ করে ভার্সাই সরকারকে বন্দি করে আনা হোক।

কিন্তু কমিউন ভার্সাই আক্রমণ করেনি। প্রথম থেকেই কমিউনের লড়াই

ছিল আত্মরক্ষামূলক এবং কোনও ক্ষেত্রেই তা আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেনি। লেনিনের মতে, কমিউনের পরাজয়ের এটা একটা কারণ।

## প্যারির উপর আক্রমণ শুরু

২ এপ্রিল তিয়ের সরকার প্যারির উপর আক্রমণ শুরু করে দেয়। প্রায় বিনা যুদ্ধে দখল করে নেয় নিউলির গুরুত্বপূর্ণ একটি সেতু। ৩ এপ্রিল দ্যুভাল ভার্সাই বাহিনীর পাল্টা আক্রমণে তাঁর বাহিনী নিয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। বাহিনীর মধ্যে যাদের পরনে সামরিক পোশাক ছিল তাদের সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে মারা হয়। ভার্সাই নিয়ে যাওয়ার পথে ভিনয়ের নির্দেশে দ্যুভাল এবং তার দুই সঙ্গীকে গুলি করে মারা হয়। মঁভালেরিয়া দুর্গ রক্ষা করতে গিয়ে বাহিনীর একজন প্রথম সারির নেতা ফ্লুঁরা ভার্সাই বাহিনীর গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন।

এই বিপর্যয়ের জন্য কমিউন নেতারা অসি, লুলিয়ে ও ব্যজেরে এই তিন নেতাকে জেলে পুরে দেয়। ফলে কমিউনের সেনাবাহিনীর পরিচালনব্যবস্থায় এক শূন্যতা তৈরি হয়।

দ্বিতীয় বারের জন্য প্যারি অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। সমস্ত ফটক বন্ধ। চলতে থাকে ভার্সাই সেনার অবিচ্ছিন্ন গোলাবর্ষণ। অন্য দিকে তিয়ের সরকার বিসমার্কের কাছে বন্দি ফরাসি সেনাদের মুক্তির আবেদন জানায় যাতে ভার্সাই বাহিনীকে আরও সংখ্যাগরিষ্ঠ, আরও মজবুত করে তোলা যায়। বিসমার্ক প্রথমে রাজি না হলেও, কমিউনের প্রভাব তাঁর ঘরের শত্রু জার্মান সমাজতন্ত্রীদের উদ্দীপিত করবে, এই আশঙ্কায় প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান। মুক্তি পেয়ে এক লক্ষ সত্তর হাজার বন্দি ভার্সাই বাহিনীর শক্তি বিপুল বাড়িয়ে দেয়। অন্য দিকে কমিউনের ন্যাশনাল গার্ডের সংখ্যা দু-লক্ষ হলেও তার মধ্যে প্রকৃত যোদ্ধার সংখ্যা ছিল হাজার চল্লিশের মতো।

ন্যাশনাল গার্ড ছিল পুরনো জ্যাকোবিন ভাবধারায় প্রভাবিত। তাদের অনেক নেতাই মনে করত, শুধু সংখ্যাধিক্যের জোরেই যুদ্ধে জেতা সম্ভব, কোনও সামরিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই। আধুনিক যুদ্ধে জয়লাভের জন্য যে রসদ, যোগাযোগ, অ্যাম্বুলেন্স বাহিনী, ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ইত্যাদি সব মিলিয়ে এক সুসংবদ্ধ জটিল সংগঠনের দরকার, এ বিষয়ে রক্ষী-বাহিনীর সাধারণ সৈনিক বা কমিউনের নেতাদের কারও স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। আরও মুশকিল ছিল, রক্ষী বাহিনীর উপর নির্দেশ আসত একই সঙ্গে কমিউনের সদর দপ্তর, কেন্দ্রীয় কমিটি এবং মহল্লা কমিটি থেকে এবং অনেক সময়ই সেগুলি হত পরস্পর বিরোধী।

ভার্সাই বাহিনীর আক্রমণের চাপ যত বাড়তে থাকে ততই কমিউনের

অভ্যন্তরে বিরোধের তীব্রতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সব লক্ষ করে মার্ক্স কমিউনে আন্তর্জাতিকের দুই সদস্য ভারল্যাঁ ও ফ্রাঙ্কেলকে লেখেন ঃ কমিউন যেন মনে হয়, অকিঞ্চিৎকর বিষয় এবং ব্যক্তিগত কলহ নিয়ে সময় নষ্ট করছে। ... এতেও কিছু আসত যেত না যদি আপনাদের হাতে যথেষ্ট সময় থাকত। মনে হয়, আপনারা অনেক সময় অযথা নষ্ট করে ফেলছেন।

৯ এপ্রিল ইসি দুর্গ গোলাবর্ষণে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল। ১৪ই গেল ভাঁভ দুর্গ। ২১-এ ভার্সাই বাহিনী প্যারি নগরীর ভেতরে ঢুকে পড়ল। কমিউন কাজকর্মে কিছুটা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে ২১-এ কমিউনের কর্মপরিষদের জায়গায় নটি কমিশনের প্রতিনিধিদের নিয়ে যুদ্ধকালীন ক্যাবিনেট গঠিত হল। কিন্তু নিজেদের মধ্যে বিরোধ বাড়তেই থাকল।

উত্তর ও পূর্ব দিকের দুর্গগুলি দখলে ছিল প্রুশীয়দের। তারা ভার্সাই সেনাদের নগরীর উত্তর দিকের এলাকার ভিতর দিয়ে পেরিয়ে যেতে দিল। অথচ যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুযায়ী সে এলাকাতে ঢোকা ভার্সাই সেনাদের পক্ষে ছিল নিষিদ্ধ। এ দিকটির সুরক্ষায় কমিউনার্ডরা জোর দেয়নি। তারা ধরেই নিয়েছিল এ দিকটি যুদ্ধবিরতির শর্তে সুরক্ষিত। কিন্তু ভার্সাই ফৌজ যতই এগোতে থাকে নগরীর পূর্ব দিকে— এই অংশটি আসল শ্রমিক নগরী— ততই ফৌজ প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়ে।

## জীবনপণ প্রতিরোধে কমিউনার্ডরা

গোটা কমিউন নেমে পড়ে রাস্তায়। সর্বত্র ব্যারিকেড তৈরি করে নারী-পুরুষ, প্যারির সাধারণ মানুষ প্রাণপণ লড়াই চালাতে থাকে। ব্যারিকেড গড়ে ওঠে ফবুর্গ-মঁমাত্রে, বাস্তিলে, বেলফিলে, বুলেভারে, ভল্টেয়ারে, পর্ত সাঁদানিতে। সবর্ত্র ব্যারিকেড তৈরিতে হাত লাগান মেয়েরা। অসমসাহসী লড়াই চালান কমিউনার্ডরা। গোটা প্যারি দখল করার জন্য ভার্সাই সেনাপতি ক্লিঁশঁ ভেবেছিলেন তিন দিনই যথেষ্ট। কিন্তু তাঁর হিসেবে ভুল ছিল। লড়াই চলে আট দিন ধরে। শেষ হয় রবিবার ২৮ মে, কমিউনের পতনের মাধ্যমে। কমিউনের প্রতিটি কর্মী শেষ দিন পর্যন্ত তীব্র বীরত্বপূর্ণ লড়াই চালিয়ে গেছেন। নেতৃবৃন্দের প্রায় প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছেন এবং একের পর এক প্রাণ দিয়েছেন, কিন্তু কেউ আত্মসমর্পণ করেননি।

এ লড়াইয়ে মহিলারা গৌরবময় ভূমিকা পালন করেছেন। শুধু মহিলারাই নন, ছোট ছোট ছেলেমেয়ের অপূর্ব বীরত্বের কাহিনীও মিশে আছে এ লড়াইয়ের সঙ্গে। শেষের দিকে লড়াই চলে প্রতিটি রাস্তায়। যে বর্বর অত্যাচারের

ইতিহাস সরকারি সেনাদল সেদিন তৈরি করে তা নিঃসন্দেহে ইতিহাসের পাতায় বিরল নয়। যুগে যুগে এমন নির্মম অমানবিকতায় প্রতিক্রিয়াশীলরা বিপ্লবের কণ্ঠরোধ করেছে।

## কমিউনের পরাজয় ও বুর্জোয়াদের নজিরবিহীন নৃশংসতা

২৮ মে রবিবার কমিউনের শেষ দিনটি ঘনিয়ে আসে। রাস্তায় রাস্তায় গড়ে তোলা সমস্ত ব্যারিকেডই প্রায় স্তব্ধ হয়ে আসে। অবশেষে এক সময় শেষ ব্যারিকেডও স্তব্ধ হয়ে যায়। তারপর অসহায় পুরুষ নারী আর শিশু হত্যার যে হিড়িক এক সপ্তাহ ধরে ক্রমবর্ধমান হারে চলেছিল, তা ওঠে চরমে। নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়। পের লাসেজ কবরস্থানের 'কমিউনার্ডদের প্রাচীরের' সামনে এই গণহত্যার শেষ অনুষ্ঠান হয়। তারপর যখন দেখা গেল সকলকে হত্যা করা অসম্ভব তখন শুরু হয় পাইকারি ভাবে গ্রেফতার, বাছাই করা লোকদের গুলি করে হত্যা, অবশিষ্টদের বড় বড় বন্দিশিবিরে পাঠানো হয়, যেখানে তারা প্রতীক্ষায় থাকে সামরিক আদালতে বিচারের জন্য।

দশ দিনে প্রায় তিরিশ হাজার নরনারী ও শিশু মারা গেছে এ লড়াইয়ে। বন্দী পঁয়তাল্লিশ হাজার। লড়াই শেষ হওয়ার পরও দিন কয়েক চলেছিল ঘৃণ্য বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড। রাস্তার ওপরেই হত্যা করা হয় কয়েকজন নেতাকে। এই জঘন্য হত্যাকাণ্ড যে কত ব্যাপকভাবে ঘটেছিল, তা তিয়েরের এক টেলিগ্রামের বয়ান থেকেই বোঝা যাবে— "রাস্তা ওদের মৃতদেহে ভরে গিয়েছে। এই বীভৎস দৃশ্য ওদের পক্ষে একটা শিক্ষার কাজ করবে।"

২৮ মে ফরাসি লেখক গঁকুর লিখেলেন, লাঁক্লাবুর্গ উদ্যানে কমিনার্ডদের ছজনের এক একটি দলকে গুলি করে মারা হত। কয়েকদিন ধরে সেই গুলির শব্দ প্যারির চারদিকে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। মাত্র দুদিনে দু-হাজার তিনশ কমিউনার্ডকে গুলি করে মারা হয়। ৩১ মে এমিল জোলা লিখছেন, আমি এইমাত্র প্যারি পরিক্রমা শেষ করলাম। কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য! আমি শুধু ব্রিজের নীচে স্তূপীকৃত মৃতদেহের কথা বলছি। এই দৃশ্য কখনও ভুলব না। এ ভাবে রক্তাক্ত নরমাংসের স্তূপ ইতস্তত জড়ো করে রাখা হয়েছে।

এই নির্মম প্রতিহিংসালীলার যেন শেষ নেই। তিয়ের বাহিনীর হাতে কত প্রাণ বলি হল? কেউ জানে না তার সঠিক হিসেব। সরকারি সূত্রে জানা যায়, প্যারির পৌরসভা সতেরো হাজার ব্যক্তিকে সমাহিত করার খরচ বহন করেছে। ফরাসি ইতিহাসবিদদের হিসেবে সংখ্যাটি কুড়ি হাজার আর পঁচিশ হাজারের মাঝামাঝি।

ফ্রান্সের বাইরে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হল। লন্ডন শহরে এক প্রতিবাদ সভায় জন স্টুয়ার্ট মিল বক্তৃতা করলেন।

বুর্জোয়াদের এই নৃশংসতা দেখে এঙ্গেলস বললেন, নিজ স্বার্থ ও দাবি নিয়ে শ্রমিকেরা পৃথক শ্রেণি হিসাবে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো মাত্র বুর্জোয়ারা প্রতিহিংসার কী উন্মত্ত নিষ্ঠুরতায় ধাবিত হবে, এই প্রথম তারা তা দেখিয়ে দিল।

## প্যারি কমিউনের শিক্ষা

শাসক বুর্জোয়ারা, যারা বিপ্লবের আগে ছিল শোষক তারা সব সময়ই চেষ্টা করবে বিপ্লবকে পরাস্ত করতে। সেই কারণে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরেই প্রয়োজন প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শ্রেণির সঞ্চিত ধনদৌলত শ্রমিক-জনতার করায়ত্ত করা। সে কারণে প্রয়োজন ছিল ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্সকে কমিউনের দখলে আনার। অন্তত অপর একটি কারণেও ব্যাঙ্ক দখলের প্রয়োজন ছিল। এঙ্গেলস যথার্থই বলেছেন, এ কাজটি সম্পন্ন করতে অগ্রসর হলেই সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণি, আসন্ন ক্ষতির সম্ভাবনায় ভীত হয়ে ভার্সাইয়ের প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের ওপর কমিউনের সঙ্গে শান্তি স্থাপনের জন্য চাপ দিত, আর সে অবস্থান তখন কমিউন নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার পক্ষে কাজে লাগাতে পারত। কমিউনের অভিজ্ঞতা থেকে এঙ্গেলস দেখালেন, "শুরু থেকেই কমিউন মানতে বাধ্য হল, ক্ষমতা দখলের পর শ্রমিক শ্রেণি পুরোনা শাসনযন্ত্র দিয়ে কাজ চালাতে পারবে না। যে আধিপত্য শ্রমিক সদ্য জয় করে নিয়েছে, তাকে আবার হারাতে না হলে, একদিকে যেমন উচ্ছেদ করে দিতে হবে সকল সাবেকি নিপীড়ন যন্ত্রকে, এতকাল যা তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হয়েছে, আবার অন্য দিকে তেমনই তাদের আত্মরক্ষা করতে হবে নিজেদের প্রতিনিধি ও সরকারি পদাধিকারীদের হাত থেকেও— এই বিধান ঘোষণা করে যে, বিনা ব্যতিক্রমে এদের প্রত্যেককে যে কোনও মুহূর্তে প্রত্যাহার করা যাবে।"

## কমিউনের অভিজ্ঞতায় মার্ক্সের চিন্তা আরও সমৃদ্ধ

মার্ক্স ধারাবাহিক ভাবে ফ্রান্সের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনগুলিকে লক্ষ করেছিলেন এবং তার মধ্যে শ্রেণিসংগ্রামের রূপটিকে, তার পরিবর্তনগুলিকে, বিকাশকে চিহ্নিত করেছিলেন এবং এর অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর চিন্তাকে আরও সমৃদ্ধ করেছিলেন। কমিউনের পরাজয়ের কয়েক দিনের মধ্যে তিনি 'ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধ' বইটি লেখেন। লেখেন 'ফ্রান্সের শ্রেণি সংগ্রাম' এবং 'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার'। ইতিহাসের প্রত্যক্ষ ঘটনাবলির বিশ্লেষণে ঐতিহাসিক

বস্তুবাদের পদ্ধতি প্রয়োগের চমৎকার নিদর্শন এগুলি। এই সব রচনার মধ্যে তিনি শ্রমিক শ্রেণির দুর্বলতার দিকগুলি চিহ্নিত করেন এবং তার থেকে উত্তরণের উপায়গুলি বর্ণনা করেন। মার্ক্সবাদের বিপ্লবী মর্মবস্তুকে যারা বিকৃত করার চেষ্টা করছিল সেই সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে লেখা তাঁর বিখ্যাত দলিল 'গোথা কর্মসূচির সমালোচনা' বইটিতে মার্ক্স একটা রাজনৈতিক উত্তরণ পর্বের প্রয়োজনীয়তা ও ঐতিহাসিক অনিবার্যতা দেখান, যে পর্বে রাষ্ট্রকে অবশ্যই হতে হবে প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী একনায়কত্ব।

প্যারি কমিউনের অভিজ্ঞতা থেকেই মার্ক্স 'কমিউনিস্ট ইস্তেহারে'র একটি মাত্র জায়গায় সংশোধন করা আবশ্যক বলে বিবেচনা করেছিলেন। প্যারিসের কমিউনার্ডদের বিপ্লবী অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই তিনি সেই সংশোধন সম্পাদিত করেছিলেন। প্যারি কমিউনের একটি প্রধান ও মূল শিক্ষাকে মার্ক্স ও এঙ্গেলস এতই গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিলেন যে, একটি প্রয়োজনীয় 'সংশোধন' হিসাবে কমিউনিস্ট ইস্তেহারের মধ্যে সেই শিক্ষাকে সংযোজিত করেন। ১৮৭২-এর ২৪ জুন কমিউনিস্ট ইস্তেহারের জার্মান সংস্করণের সর্বশেষ ভূমিকায় মার্ক্স ও এঙ্গেলস মার্ক্সের 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' থেকে উদ্ধৃত করে লেখেন, "কমিউন বিশেষভাবে একটা জিনিস প্রমাণ করেছে, তা হল, শ্রমিক শ্রেণি পূর্বেকার রাষ্ট্রযন্ত্র শুধুই দখল করে তার নিজস্ব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করতে পারে না।" মার্ক্সের মত হল, শ্রমিক শ্রেণি আগের তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্রটি শুধু দখল করেই নিশ্চিন্ত হবে না, শ্রমিক শ্রেণিকে অবশ্যই সেই যন্ত্রটিকে ভেঙে চুরমার করে দিতে হবে। কিন্তু কমিউনের নেতারা যথার্থ বিজ্ঞানসম্মত চিন্তার অভাবেই এই গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনটি উপলব্ধি করতে পারেননি।

প্যারি কমিউনের অনেক বছর পর লেনিন বার বার ফিরে তাকিয়েছেন প্যারির শ্রমিকদের অভূতপূর্ব সংগ্রামের দিকে। তিনি কমিউনের সংগ্রামকে গভীর ভাবে পর্যালোচনা করেছেন, তার থেকে শিক্ষা নিয়ে রাশিয়ায় শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রামকে ক্ষুরধার করেছেন। লেনিন বলেছেন, "সর্বহারা শ্রেণি মাঝপথেই থেমে গিয়েছিল। শোষকদের দমন না করে, অভিন্ন জাতীয় লক্ষ্যের ভিত্তিতে দেশকে ঐক্যবদ্ধ করে উন্নত ধরনের ন্যায় প্রতিষ্ঠার খোয়াব দেখে কমিউন নিজেই পথভ্রষ্ট হয়েছিল। ... শত্রুদের ধ্বংস করার বদলে নৈতিক প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেছিল।"

## প্রয়োজন ছিল যথার্থ বৈজ্ঞানিক সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

কমিউনের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ যথার্থ বৈজ্ঞানিক সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গির

স্বচ্ছতার অভাব। শ্রমিকশ্রেণির যথার্থ বিপ্লবী দল তখনও গড়ে ওঠেনি। ফলে বিপ্লবে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো যোগ্য নেতৃত্ব ছিল না। আন্তর্জাতিকের শাখা ছিল প্যারিসে এবং আন্তর্জাতিকের কেন্দ্রীয় সংস্থার বহু যোগ্যতাসম্পন্ন সদস্যও ছিলেন কমিউনে। কিন্তু তাঁদের মধ্যে বহু সদস্যই ছিলেন ব্ল্যাঙ্কি অথবা প্রুধোঁর তত্ত্বে বিশ্বাসী। উভয় তত্ত্বই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের অনুসারী নয়। আন্তর্জাতিকের যে অংশ ছিল যথার্থ বৈজ্ঞানিক সমাজবাদী চিন্তার ধারক ও বাহক, কার্ল মার্কসের অবিসংবাদিত নেতৃত্বে যাঁরা আস্থাবান ছিলেন, কমিউনে তাঁরা ছিলেন সংখ্যায় নগণ্য এবং তখনও এই অংশ প্যারিসে যথার্থ বিপ্লবী দলে সংগঠিত হয়ে ওঠেনি। এ অবস্থায় অভিন্ন বৈজ্ঞানিক সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অভাব যে কমিউনে প্রকট হবে তা খুবই স্বাভাবিক।

কমিউনের সদস্যদের মধ্যে একটি বিরাট অংশ ছিল উদারনৈতিক রিপাবলিকান পেটিবুর্জোয়া যারা নয়া জ্যাকোবিন নামে পরিচিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ যথার্থ আপসহীন সংগ্রামী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন এবং সংগ্রামী জনতার কাছে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবেও পরিগণিত হয়েছেন যেমন, দেলেসক্লুজ। তবে মূলত পেটিবুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীসুলভ মনোভাবের প্রাধান্যের দরুন চিন্তার দিক থেকে এঁরা বুর্জোয়া চিন্তাধারায় প্রভাবিত ছিলেন। নিঃসন্দেহে সেটা বুর্জোয়া চিন্তাধারার বর্তমান যুগের ক্ষয়িষ্ণু রূপ নয়, বরং বুর্জোয়া চিন্তার প্রথম যুগের ধারা, যে ধারা ছিল আপসহীন সংগ্রামের পক্ষপাতী, ছিল চিন্তার দিক থেকে সেকুলার এবং যার ভিতরে ছিল যৌবনের অদম্য প্রাণোচ্ছ্বাস। তারই প্রভাব ছিল এদের উপর। তা সত্ত্বেও এ কথা মনে রাখা দরকার যে, এ চিন্তার সঙ্গে মেহনতি মানুষের পক্ষে, শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে বিপ্লব সমাধা করে শোষণহীন সমাজ পত্তনের চিন্তার ছিল বিরাট ফারাক। স্বাভাবিক কারণেই যে বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে কমিউন এসেছিল, বাস্তবে তা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হল না।

এঙ্গেলস বলেছেন, "... সেই জন্য বোঝা যায় কেন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কমিউন অনেক কিছুই করেনি যা এখন আমাদের মতে করা উচিত ছিল। ... ব্লাঙ্কিপন্থী ও প্রুধোঁপন্থীদের নিয়ে গঠিত হলেও এই কমিউন যা করেছিল তার অনেক কিছুর নির্ভুলতাই হল অনেক বেশি বিস্ময়কর।" মার্ক্স বললেন, "যে শ্রেণি-সম্পত্তি বহুর শ্রমকে পরিণত করে মুষ্টিমেয়ের সম্পদে, তাকে কমিউন উচ্ছেদ করতেই চেয়েছিল। উচ্ছেদকারীদের উচ্ছেদ ছিল তার লক্ষ্য। উৎপাদনের উপায়, জমি ও পুঁজি, আজ যেটা মুখ্যত শ্রমকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বন্ধনের এবং শোষণের উপায় মাত্র, তাকে মুক্ত ও যৌথ শ্রমের হাতিয়ারে রূপান্তরিত করে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে বাস্তব সত্যে পরিণত করতে চেয়েছিল কমিউন।"

যথার্থ শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী চিন্তা তখনও ফরাসি সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। আদর্শ, চিন্তা ও দর্শনগত দিক থেকে মূলত উদারনৈতিক বুর্জোয়া ভাবধারাই প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল কমিউন প্রতিষ্ঠা ও তার পরিচালনার ক্ষেত্রে। তবে প্রথম আন্তর্জাতিকের প্রভাবে ও বিরাট সংখ্যায় শ্রমিক-মেহনতি মানুষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের ফলে এমন কিছু ক্রিয়াকলাপ কমিউনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, যেগুলো নিঃসন্দেহে সমাজ বিপ্লবের ক্ষেত্রে আর এক ধাপ এগিয়ে যাবার সম্ভাবনায় ছিল উজ্জ্বল। অবশ্য এ সম্ভাবনা সম্পর্কে তাঁরাও খুব সচেতন ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে লেনিন বলেছেন, "জাগ্রত জনতার অখণ্ড চেতনাই কমিউনের জন্মদাতা। যাঁরা কমিউন গড়ে তুলেছিলেন, তাঁরাই এর মূল্য বোঝেননি।" লেনিন বললেন, 'সমস্ত ভ্রান্তি সত্ত্বেও কমিউন উনবিংশ শতাব্দীর সর্বহারা আন্দোলনের অভূতপূর্ব উদাহরণ। ... কমিউনের আত্মত্যাগ সর্বহারার সংগ্রামের সামনে খবুই তাৎপর্যপূর্ণ। ইউরোপের বুকে এই সংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিয়েছিল। ... এই সংগ্রাম ছদ্ম দেশপ্রেমের মুখোশ খুলে দিয়েছিল। ... কমিউন দেখিয়ে দিয়েছিল, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য ইউরোপের সর্বহারা শ্রেণিকে কী কী দায়িত্ব পালন করতে হবে।"

উপরোক্ত আলোচনায় কমিউনের কয়েকটি ত্রুটি, যেমন ভার্সাই আক্রমণ বা ব্যাঙ্ক দখল না করা ইত্যাদিকে সে কারণেই আপাতদৃষ্টিতে কমিউনের পতনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ কমিউন এ কাজগুলো সম্পন্ন করলেই আর তার পতন ঘটত না, এ কথা মনে করা যুক্তিযুক্ত নয়। হয়ত তার আয়ুষ্কাল কিছুটা বর্ধিত হতে পারত। কমিউন সার্থকরূপে নাও গড়ে উঠতে পারে এ আশঙ্কার কথা চিন্তা করেই ১৮৭১-এ সেপ্টেম্বর মাসে মার্ক্স সাবধানবাণী উল্লেখ করেছিলেন, "এ সময়ে অভ্যুত্থান ঘটানো বেপরোয়া ও বোকামি হবে।" কিন্তু বুর্জোয়ারা যখন শ্রমিক শ্রেণির উপর একটা চূড়ান্ত সংগ্রাম জোর করে চাপিয়ে দিল এবং শ্রমিক শ্রেণি সেই সংগ্রামকে স্বীকার করে নিল, অভ্যুত্থান যখন বাস্তব ঘটনা আকারে দেখা দিল, অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মার্ক্স তখন পরম আগ্রহের সাথে তাকে অভিনন্দন, সাহায্য ও সমর্থন জানানোর ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেননি।

প্যারি কমিউনের অভিজ্ঞতা স্বল্প হলেও মার্ক্স 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ গ্রন্থে সেই স্বল্প অভিজ্ঞতাকেই গভীর অভিনিবেশে বিশ্লেষণ করেন। মার্ক্স বলেন, "স্থায়ী ফৌজ, পুলিস, আমলাতন্ত্র, যাজক সম্প্রদায় ও আইন-আদালত— এগুলি হল 'কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তির সর্বব্যাপক যন্ত্র'। এই কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তি মধ্যযুগে জন্মগ্রহণ করে বিশ শতকে বিকাশ লাভ করে। মূলধন ও শ্রমশক্তির মধ্যে

শ্রেণিবৈরিতা যতই তীব্র হতে থাকে, রাষ্ট্রশক্তিও ততই শ্রমিকদের দাবিয়ে রাখার স্বার্থে পুঁজিপতিদের জাতীয় ক্ষমতা-যন্ত্রের, সমগ্র সমাজকে দাসত্বনিগড়ে বাঁধবার উদ্দেশ্যে সংগঠিত এক সার্বজনিক দণ্ডের, এক শ্রেণিগত শাসন-যন্ত্রের চরিত্র পরিগ্রহ করতে থাকে। যে-বিপ্লব শ্রেণিসংগ্রামের অগ্রগতির পর্যায় সূচনা করে, সেই রকম প্রত্যেক বিপ্লবের পরেই রাষ্ট্রশক্তির নিছক দমনমূলক চরিত্র স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর আকারে প্রকাশ পায়।''

## কমিউনে প্রজাতন্ত্রের সুনির্দিষ্ট রূপ

মার্ক্স বলেন, ''কমিউন ছিল রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী রূপের সাক্ষাৎ বিরুদ্ধে রূপ।'' বলেন, ''কমিউন ছিল এমন এক প্রজাতন্ত্রের সুনির্দিষ্ট রূপ যা শ্রেণি-প্রভুত্বের রূপকেই শুধু নয়, খোদ শ্রেণি-প্রভুত্বকেই বরবাদ করে দিত।''

প্রজাতন্ত্রের এই সুনির্দিষ্ট রূপটি সম্পর্কে তিনি বলেছেন, ''স্থায়ী ফৌজ তুলে দিয়ে তার জায়গায় সশস্ত্র জনসাধারণকে নিয়োগ করা, ... এটাই ছিল কমিউনের প্রথম ফরমান।''

কমিউনের চরিত্রের বিশেষত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে মার্ক্স বললেন, ''প্যারিসের বিভিন্ন পাড়ায় সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত মিউনিসিপালিটির প্রতিনিধিদের নিয়ে কমিউন গঠিত হয়েছিল। এই প্রতিনিধিরা নির্বাচকদের কাছে দায়বদ্ধ ছিলেন। নির্বাচকরা যে-কোনও সময় তাঁদের সরিয়ে আনতে পারত। স্বাভাবিক ভাবেই এই কমিউনের বেশির ভাগ সভ্যই ছিলেন শ্রমজীবী অথবা শ্রমিক শ্রেণির স্বীকৃত প্রতিনিধি। ... যে পুলিস ছিল এতকাল কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের যন্ত্র মাত্র, সেই পুলিসের রাজনৈতিক বৃত্তি অবিলম্বে খারিজ করা হয়। পুলিস কমিউনের দায়িত্বশীল এবং যে-কোনও সময় অপসারণ করা যায় এই ধরনের কর্মচারীতে পরিণত হয়। প্রশাসনের অন্যান্য বিভাগের কর্মচারীদের সম্পর্কেও একই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। কমিউনের সভ্য থেকে অধস্তন কর্মচারী পর্যন্ত সাধারণের কাজে নিযুক্ত প্রত্যেক কর্মীকেই শ্রমিকের-মজুরি নিয়ে কাজ করতে হত। রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিশেষ অধিকার ও প্রতিনিধিত্বের ভাতাও লোপ পায়। ... পুরনো গভর্নমেন্টের বলপ্রয়োগের ব্যবস্থাকে, স্থায়ী ফৌজ ও পুলিসকে বাতিল করে কমিউন অবিলম্বে মানবতার ক্ষেত্রে সব রকমের দমনের পদ্ধতিকে, 'ধর্মযাজকদের ক্ষমতা'কে চূর্ণ করতে প্রবৃত্ত হয়। ... আদালতের কর্তাব্যক্তির তাদের মেকি স্বাধীনতা হারায়। এখন থেকে তাদের নির্বাচিত হতে হবে, তাদের জবাবদিহি করতে হবে এবং তাদের সরিয়ে আনা যাবে— এমন ব্যবস্থা ঘোষণা চালু হয়।''

পরবর্তী সময়ে লেনিন মার্ক্সের এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' গ্রন্থে বলেন, "মনে হবে যে, স্থায়ী সৈন্যদল বিলোপ করে এবং সমস্ত কর্মচারীকে নির্বাচিত হতে হবে ও তাদের সরিয়ে আনা যাবে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করে প্যারি কমিউন ধ্বংসপ্রাপ্ত রাষ্ট্রযন্ত্রের স্থানে 'কেবল' পূর্ণতর গণতন্ত্রই প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এই 'কেবল' কথাটির তাৎপর্য এই যে, এক ধরনের প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে মূলত ভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান বিরাট আকারে স্থাপিত হয়েছিল। 'পরিমাণের গুণে রূপান্তরিত' হওয়ার একটি নিদর্শন আমারা এখানে দেখতে পাই— সাধারণভাবে যতটা ধারণা করা যায়, ততটা সুসম্পূর্ণ ও সুসমঞ্জসরূপে গণতন্ত্র প্রবর্তিত হয়। এই গণতন্ত্র বুর্জোয়া গণতন্ত্রের থেকে শ্রমিক শ্রেণির গণতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়। রাষ্ট্র (অর্থাৎ, বিশেষ একটি শ্রেণিকে দাবিয়ে রাখার জন্য বিশেষ এক শক্তি) এখানে এমন একটা কিছুতে রূপান্তরিত হয় যাকে প্রচলিত অর্থে আর রাষ্ট্র বলা চলে না।

বুর্জোয়া শ্রেণিকে দমন করা এবং তার প্রতিরোধ চূর্ণ করা তবুও আবশ্যক। কমিউনের পক্ষে এটা বিশেষ ভাবে আবশ্যক ছিল। এবং কমিউনের পরাজয়ের অন্যতম কারণ এই যে, কমিউন এই কাজটি যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে সম্পাদন করেনি। গোলামি, ভূমিদাসত্ব ও মজুরি-দাসত্বের যুগে, সব সময়েই জনসাধারণের সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ ছিল দমনের যন্ত্র। এখন সংখ্যাগরিষ্ঠই হচ্ছে সেই যন্ত্র। যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ স্বয়ং তার অত্যাচারীদের দমন করে, তাই দমনের জন্য 'বিশেষ' শক্তির আর প্রয়োজন হয় না। এই অর্থে রাষ্ট্রযন্ত্র ক্রমশ ক্ষয় পেতে পেতে লোপ পেতে শুরু করে। বিশেষ সুবিধাভোগী অল্পসংখ্যকের (বিশেষ সুবিধাভোগী কর্মচারীদের, স্থায়ী ফৌজের উপরওয়ালাদের) বিশেষ প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে, সংখ্যগরিষ্ঠরা নিজেরাই এখন সরাসরি এইসব কাজ সম্পাদন করতে পারে। এবং সমগ্রভাবে জনগণ রাষ্ট্রশক্তির কাজকর্ম যত বেশি করে করতে থাকে, এই শক্তির অস্তিত্বের প্রয়োজনও তত কমে যায়।"

মার্ক্স কমিউনের নতুন চরিত্র সম্পর্কে তাঁর 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' গ্রন্থে বলেছেন, "কমিউন পার্লামেন্টের মতো একটা সংসদ হত না, একটি কার্যনির্বাহক সংস্থা হত, যা একই সঙ্গে প্রশাসন কাজে এবং আইনপ্রণয়নে তৎপর।" বলেছেন, "শাসক শ্রেণির কোন সভ্য পার্লামেন্টে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করবে ও তাদের দমন করবে, তিন বা ছয় বছর অন্তর একবার করে তা স্থির করবার পরিবর্তে সর্বজনীন ভোটাধিকার কমিউনে সংগঠিত জনগণের সেবায় নিযুক্ত হত, যেমন ব্যক্তিগত ভোটাধিকার অন্য প্রত্যেক মালিকের কাজে লাগে তার ব্যবসার জন্য মজুর ফোরম্যান ও হিসাবনবীশ খুঁজে নেওয়ার ব্যাপারে।"

এ প্রসঙ্গে লেনিন 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' গ্রন্থে বলেছেন, " 'পার্লামেন্টের মতো সংসদ নয়, কার্যনির্বাহক সংস্থা'— এই কথা বলে আজকালকার পার্লামেন্টি রাজনীতিকদের ও পার্লামেন্টি সোসাল-ডেমোক্র্যাট 'আদুরে কুকুরদের' মুখে সরাসরি থাপ্পড় মারা হয়েছে। আমেরিকা থেকে সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স থেকে ব্রিটেন, নরওয়ে প্রভৃতি যে-সব দেশে পার্লামেন্টি প্রথা চালু আছে, সেই সব দেশের যে কোনও একটির কথাই ধরুন, দেখতে পাবেন, 'রাষ্ট্রের' আসল কাজকর্ম সেখানে পর্দার আড়ালেই সম্পন্ন হয়— বিভিন্ন বিভাগ, অফিস ও আমলাদের দিয়েই সম্পন্ন হয়। 'সাধারণ লোক'কে ধোঁকা দেওয়ার বিশেষ উদ্দেশ্যেই পার্লামেন্টে সভ্যদের বক্তৃতা করতে ছেড়ে দেওয়া হয়। এটা এত সত্য যে, এমনকি রাশিয়ার বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে (মেনশেভিক, সোসালিস্ট-রেভোলিউশনারি প্রভৃতি তথাকথিত সোসালিস্টদের নেতৃত্বে রাশিয়ায় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রিপাবলিকের আয়ুষ্কাল ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে জারতন্ত্রের পতনের পর থেকে নভেম্বর বিপ্লব পর্যন্ত) পর্যন্ত যথার্থ পার্লামেন্ট গড়ে ওঠার আগেই পার্লামেন্টি প্রথার এই সব উদ্দেশ্য দ্রুত প্রকট হয়ে পড়ে।"

এ সব দুর্বলতা সত্ত্বেও লেনিনের চোখে প্যারি কমিউন ছিল এক মহান সংগ্রাম। তিনি বলেছেন, "সমস্ত ভ্রান্তি সত্ত্বেও কমিউন ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্বহারা আন্দোলনের অভূতপূর্ব উদাহরণ। ... কমিউনের আত্মত্যাগ সর্বহারার সংগ্রামের সামনে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ইউরোপের বুকে এই সংগ্রাম সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিয়েছিল। ... এই সংগ্রাম ছদ্ম দেশপ্রেমের মুখোশ খুলে দিয়েছিল। ... কমিউন দেখিয়ে দিয়েছিল, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য ইউরোপের সর্বহারা শ্রেণিকে কী কী দায়িত্ব পালন করতে হবে।" কমিউন সৃষ্ট এই সব শিক্ষা গ্রহণ করে এবং মার্ক্সবাদী জ্ঞানভাণ্ডারকে বিকশিত করে ও সমৃদ্ধ করে লেনিন রাশিয়ার বুকে গড়ে তুলেছিলেন শ্রমিক শ্রেণির সঠিক বিপ্লবী দল, যার নেতৃত্বে সফল করেছিলেন প্রথম সর্বহারা বিপ্লব, প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন।

## প্যারি কমিউন সর্বহারা শ্রেণির একনায়কত্ব

জোসেফ স্ট্যালিন 'নৈরাজ্যবাদ না সমাজতন্ত্র' গ্রন্থে প্যারি কমিউনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, "সর্বহারাশ্রেণির একনায়কত্বের ধারণা মার্কস ও এঙ্গেলসের চিন্তায় কী ভাবে এল, এই একনায়কত্ব কতদূর সম্ভব বলে তাঁরা মনে করতেন, তা বোঝার জন্য প্যারি কমিউন সম্পর্কে তাঁদের

দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল, তা জানা খুবই জরুরি। এ সম্পর্কে তিনি এঙ্গেলসের সর্বহারা একনায়কত্ব সম্পর্কে বক্তব্য তুলে ধরেছেন, যেখানে এঙ্গেলস বলেছেন,

"সম্প্রতি জার্মান ফিলিস্তাইনরা সর্বহারাশ্রেণির একনায়কত্বের কথায় আবার ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে, ভদ্রমহোদয়গণ, একনায়কত্ব বিষয়টা আসলে কী, তা আপনারা জানতে চান? তা হলে প্যারি কমিউনের দিকে তাকিয়ে দেখুন। এটাই হল সর্বহারাশ্রেণির একনায়কত্ব" (দি সিভিল ওয়ার ইন ফ্রান্স, এঙ্গেলসের ভূমিকা)।

স্ট্যালিন বলেছেন, প্যারি কমিউনের আদলেই এঙ্গেলস সর্বহারা একনায়কত্বের কথা ভেবেছিলেন। এ কথা স্পষ্ট, মার্কসবাদীরা সর্বহারা একনায়কত্ব সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করে, তা যদি কেউ জানতে চান, তাকে অবশ্যই প্যারি কমিউন সম্পর্কে জানতে হবে।

স্ট্যালিন ওই গ্রন্থে আর্থার আর্নল্ডের 'পপুলার হিস্ট্রি অব দি প্যারি কমিউন' বইটি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এই আর্নল্ড কমিউনের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন এবং কমিউনের জন্য সামনাসামনি যুদ্ধে তিনিও অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই বইতে আর্নল্ড সংক্ষেপে এইসব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। লড়াই সবে মাত্র শুরু হয়েছে, তখন প্যারির ৩ লক্ষ শ্রমিক, ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানি ও ব্যাটেলিয়নে বিভক্ত হয়ে সংগঠিত হল, এবং তাদের মধ্য থেকে প্রতিনিধি নির্বাচন করল। এই প্রক্রিয়াতেই 'কেন্দ্রীয় কমিটি' গঠিত হয়েছিল।

প্যারি কমিউনের ইতিহাসকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়, যখন প্যারির সমস্ত বিষয় ছিল সুপরিচিত "কেন্দ্রীয় কমিটির" নিয়ন্ত্রণে। দ্বিতীয় পর্যায় হল, কেন্দ্রীয় কমিটির কর্তৃত্ব শেষ হওয়ার পর, প্যারির সমস্ত বিষয় যখন নবনির্বাচিত কমিউনের হাতে হস্তান্তরিত হল। কী রকম ছিল এই 'কেন্দ্রীয় কমিটি'? তার গঠন কী রকম ছিল? আমাদের হাতে আছে আর্থার আর্নল্ডের 'পপুলার হিস্ট্রি অব দি প্যারি কমিউন' বইটি। এই বইতে আর্নল্ড সংক্ষেপে এইসব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। লড়াই সবে মাত্র শুরু হয়েছে, তখন প্যারির ৩ লক্ষ শ্রমিক, ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানি ও ব্যাটেলিয়নে বিভক্ত হয়ে সংগঠিত হল, এবং তাদের মধ্য থেকে প্রতিনিধি নির্বাচন করল। এই প্রক্রিয়াতেই 'কেন্দ্রীয় কমিটি' গঠিত হয়েছিল।

আর্নল্ড বলেছেন, "আংশিক নির্বাচনকালে এইসব কোম্পানি বা ব্যাটেলিয়নের দ্বারা নির্বাচিত নাগরিকেরা (কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য) কেবলমাত্র সেই সব ছোট ছোট গোষ্ঠীগুলির কাছে পরিচিত ছিল যারা তাদের প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছিল। কী ছিল তাঁদের পরিচয়? তাঁরা কেমন মানুষ ছিলেন? কী

তাঁরা করতে চেয়েছিলেন? তাঁরা যে সরকার গঠন করেছিলেন তার কোনও খ্যাতি ছিল না। এই সরকার গঠিত হয়েছিল প্রায় সবটাই সাধারণ শ্রমিক ও নীচুতলার অফিস কর্মচারীদের নিয়ে, যাঁদের তিন চতুর্থাংশের নাম তাঁদের রাস্তা বা অফিসের বাইরে কেউ জানত না। ... সরকার গঠনের চিরাচরিত প্রথাটাই এবার সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। দুনিয়ার বুকে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটল। এই সরকারের মধ্যে শাসকশ্রেণির একজন সদস্যও ছিল না। একটা বিপ্লব ঘটে গেল যার মধ্যে প্রতিনিধি হিসাবে একজনও উকিল, ডেপুটি, সাংবাদিক বা সেনাপতির প্রয়োজন হল না। বরং তার পরিবর্তে এই বিপ্লবের প্রতিনিধি হিসাবে ক্রিউসট থেকে এল একজন খনি শ্রমিক, একজন দফতরী, একজন পাচক এবং এই ধরনের সব সাধারণ শ্রমজীবী মানুষেরা'' (এ পপুলার হিস্ট্রি অব দি প্যারি কমিউন)।

আর্থার আর্নল্ড আরও বলেছেন, ''কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা বলেছিলেন, আমরা সব অজানা অখ্যাত ব্যক্তি, আক্রান্ত জনগণের নগন্য হাতিয়ার, ... জনগণের সংকল্পের হাতিয়ার, জনগণের সংগ্রামকে জয়ী করার জন্য আমরা এখানে এসেছি। জনগণ কমিউন চায় এবং এই কমিউনকে নির্বাচনের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যই আমরা এর মধ্যে থাকব। ঠিক এই কারণেই আমরা কমিউনের মধ্যে থাকব, অন্য কোনও উদ্দেশ্যে নয়। এই সব একনায়কেরা জনগণের মাথার উপর চড়ে বসেননি, আবার জনগণ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্নও রাখেননি। যে কেউ বুঝবে, তারা জনগণের সাথে আছেন, জনগণের মধ্যেই থাকছেন এবং জনগণকে অবলম্বন করেই বেঁচে আছেন। এটাও বুঝবেন, প্রতি মুহূর্তে তারা জনগণের সাথে পরামর্শ করছেন, আবার তারাও মনযোগ দিয়ে তাদের কথা শুনছেন, এবং যা শুনছেন তা আবার তাদের সাথে আলোচনা করছেন। তারা এটাও বুঝবেন, সংক্ষেপে হলেও তিন লক্ষ জনগণের মতামত কমিটির মধ্যে জানানোর জন্য তাঁরা শুধু চেষ্টা করে যাচ্ছেন'' (ঐ, পৃঃ ১০৯)।

প্যারি কমিউনের অস্তিত্বের প্রথম পর্যায়ে এ ভাবেই তার কাজকর্ম পরিচালিত হয়েছিল।

এই ছিল প্যারি কমিউন। এই হল সর্বহারা একনায়কত্ব।

এখন প্যারি কমিউনের দ্বিতীয় পর্ব কেমন ছিল দেখা যাক। এই সময় কমিউনই কেন্দ্রীয় কমিটির জায়গায় কাজ করছিল। কমিউনের এই দ্বিতীয় পর্যায়, যা দুই মাস টিকে ছিল, সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে আর্নল্ড উৎসাহভরে বলেছেন এই কমিউনই ছিল জনগণের সত্যিকারের একনায়কত্ব। তা হলে শুনুন কেমন ছিল এই একনায়কত্ব ঃ

''এই দুই মাসে জনগণ যে অপূর্ব দৃশ্য সামনে তুলে ধরল, তা আমাদের

শক্তি ও আশায় উদ্দীপিত করে, ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি দিতে বলে। প্যারিতে এই দুই মাস ধরে ছিল সত্যিকারের একনায়কত্ব। এই একনায়কত্ব ছিল সবদিক থেকে পরিপূর্ণ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এই একনায়কত্ব কোনও ব্যক্তির একনায়কত্ব নয়, এ ছিল সমগ্র জনগণের একনায়কত্ব। তারাই ছিল পরিস্থিতির প্রভু। ... এই একনায়কত্ব ১৮৭১ সালের ১৮ই মার্চ থেকে ২২শে মে এই দুই মাসের বেশি স্থায়ী ছিল। নিজে কমিউন একটা নৈতিক শক্তি ছাড়া কিছু ছিল না। জনগণের সার্বিক সহানুভূতি ছাড়া এই কমিউনের আর কোনও বাস্তব শক্তি ছিল না। জনগণই ছিল শাসক, একমাত্র শাসক, তারা নিজেরাই তাদের পুলিশ ও বিচারকদের নিযুক্ত করেছিল...'' (ঐ)।

এভাবেই আর্থার আর্নল্ড প্যারি কমিউনের বর্ণনা দিয়েছিলেন।

কমিউনের আর একজন সদস্য, লিসাগ্যারেও ঐ যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনিও একইভাবে প্যারি কমিউনের বর্ণনা দিয়েছেন (প্যারি কমিউনের ইতিহাস)।

জনগণই ''একমাত্র শাসক'', ''কোন ব্যক্তির একনায়কত্ব নয়, সমগ্র জনগণের একনায়কত্ব'' — এরকমই ছিল প্যারি কমিউন।

কল্পনাবিলাসীদের উদ্দেশ্যে এঙ্গেলস উচ্চকণ্ঠে বলেছিলেন, ''প্যারি কমিউনের দিকে তাকাও, এই-ই হল সর্বহারা একনায়কত্ব।''

সুতরাং এই-ই হল মার্কস-এঙ্গেলসের সর্বহারা একনায়কত্ব।

বহু ত্রুটি বিচ্যুতি, বহু বিভ্রান্তি এবং যথার্থ বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব সত্ত্বেও এ কথা মনে রাখা দরকার যে, ''কমিউন কোনও সংকীর্ণ বা আঞ্চলিক স্বার্থ নিয়ে লড়েনি। এর উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র মেহনতি মানুষের মুক্তি। ... কমিউনের স্বার্থ হল শ্রমজীবী মানুষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি অর্জন। বিশ্ব সর্বহারার লক্ষ্যও তাই। এ দিক থেকে কমিউন অমর হয়ে থাকবে।'' মার্ক্স বললেন, ''কমিউন-সমেত শ্রমিক শ্রেণির প্যারিস চিরদিন এক নতুন সমাজের গৌরবদীপ্ত অগ্রদূত হিসাবে নন্দিত হবে। শ্রমিক শ্রেণির বিশাল হৃদয়ে তার শহিদেরা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ইতিহাস তাদের জল্লাদদের ইতিমধ্যেই সেই শাশ্বত শাস্তিমঞ্চে আবদ্ধ করেছে, যেখান থেকে তাদের পুরোহিতদের যাবতীয় প্রার্থনাতেও তাদের নিষ্কৃতি মিলবে না।''

## মুক্তিকামী মানুষকে প্যারি কমিউন থেকে শিখতে হবে

সারা বিশ্বের সাথে ভারতেও পুঁজিবাদী শোষণ-নিপীড়ন দেশের মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। দেশের প্রায় সমস্ত সম্পদ আজ মুষ্টিমেয়

একচেটিয়া পুঁজিপতির মুঠোয়। রাষ্ট্র একচেটিয়া পুঁজির লেজুড়ে পরিণত হয়েছে। পার্লামেন্ট পুঁজিপতিদের পুঁজির পাহারাদারে পরিণত হয়েছে। কোটি কোটি মানুষ আজ অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে, বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে, বেকারির জ্বালায় ছটফট করছে। শাসক দলগুলি পুঁজির নির্লজ্জ দাসত্বে নিযুক্ত রয়েছে। এটা আজ প্রমাণ হয়ে গেছে শোষণমূলক এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে না ভেঙে শোষিত মানুষের মুক্তি নেই। এই ভয়ঙ্কর শ্বাসরোধী অবস্থা থেকে আজ যাঁরাই মুক্তি চান, দেড়শো বছর পরেও তাঁদের ফিরে তাকাতে হবে প্যারি কমিউনের দিকে। শিক্ষা নিতে হবে— পুঁজিবাদী এই রাষ্ট্রযন্ত্রকে না ভেঙে শোষিত মানুষের মুক্তি আসতে পারে না। নির্বাচনে যতই সরকার পাল্টাক, তার দ্বারা রাষ্ট্রের চরিত্র বদলাবে না, রাষ্ট্রের শোষণের চরিত্র বদলাবে না। প্যারি কমিউন থেকে শিক্ষা নিতে হবে— পুলিশ-মিলিটারি-বিচার ব্যবস্থা-আমলাতন্ত্রের মজবুত স্তম্ভের দ্বারা শক্তিশালী এই রাষ্ট্র শোষিত মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে যে-কোনও সংগ্রামকে নির্মম ভাবে দমনের চেষ্টা চালাবে। সেই চেষ্টাকে প্রতিহত করে মানুষের মুক্তি ছিনিয়ে আনতে হলে শোষিত মানুষের লৌহদৃঢ় ঐক্য দরকার, দরকার ক্ষুরধার শ্রেণিচেতনা এবং এই চেতনার ভিত্তিতে সত্যিকারর একটি কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সমবেত হওয়া। ভারতে সেই পার্টি একমাত্র এ যুগের অন্যতম মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তায় সমৃদ্ধ এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)। এই পার্টিরই রয়েছে সঠিক দ্বান্দ্বিক বিচারপদ্ধতি এবং সেই বিচারপদ্ধতি অনুযায়ী ভারতীয় রাষ্ট্রের সঠিক চরিত্র-বিশ্লেষণ, রয়েছে সংগ্রামের আগুনে পোড় খাওয়া নেতৃত্ব। এই পার্টির নেতৃত্ব দেশের সংগ্রামী আন্দোলনগুলিতে প্রতিষ্ঠিত হলেই একমাত্র সম্ভব পুঁজিবাদী এই রাষ্ট্রের মোকাবিলা করে শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।